নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

৬ ও ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৪ সংখ্যা, ২৮ কার্ত্তিক – ০৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ ঃ ১৫ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 04, 15 November - 21 November, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আদালতের নির্দেশে হওয়া একাদশ-দ্বাদশ এসএলএসটি

পরীক্ষার ফল ঘোষিত দিনেই প্রকাশ করল এসএসসি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর বেরোবে নবম-দশম শিক্ষক নিয়োগের ফল। এরপর আদালতের নজরদারিতেই হবে ইন্টারভিউ।

রবিবার : মানুষ পাচার মামলায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ি, অফিস,

পানশালা সহ ৭ জায়গায় হানা দিয়ে ৫ কোটি নগদ, কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি, একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। ইডির দাবী পানশালার আড়ালে চলত মানব পাচার।

সোমবার : সুস্থ শ্বাস নেওয়ার অধিকারের দাবীতে দূষণের বিরুদ্ধে

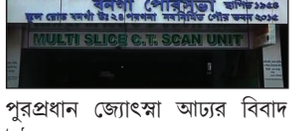

রাত দখলের জমায়েত হল দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে। 'আই মিস বৃদিং' লেখা পোস্টার নিয়ে বাবা মায়ের সঙ্গে এসেছিল ছোটরাও। অভিযোগ ছোটদেরও নাকি আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার : দিল্লির লাল কেল্লার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি আই-২০

গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়। সরকারি ভাবে ৯ জনের মৃত্যু ও ২০ জন আহত হবার খবর জানালেও মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরণ এলাকায় এসেছে এনআইএ। গুরুগ্রাম থেকে ধরা হয়েছে একজনকে।

বুধবার : বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ ও উপ-

পুরপ্রধান জ্যোৎস্না আঢ্যর বিবাদ উঠল চরমে। গোপাল জ্যোৎস্নাকে সরিয়ে দিতেই পুর প্রধানের বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে টাকা তোলার অভিযোগ আনলেন জ্যোৎস্না। গোপালকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার: গত ৩০ বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের

তালিকায় নবম স্থানে ভারত। এই মর্মে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা জার্মানওয়াচ। রিপোর্ট বলছে ৩০ বছরে বিশ্ব জুড়ে ৩০০ কোটিরও বেশি মানুষ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ।

শুক্রবার: দিল্লি বিস্ফোরণের পর উপত্যকার শ্রীনগর, অনন্তনাগ,

কুলগাম, পুলওয়ামা, বারামুলা সহ ১৩ জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ২৪ জনকে গ্রেফতার করল জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। জানা গিয়েছে ধৃতদের বেশিরভাগ তুরস্কে ছিল আদিল আহমেদের সঙ্গে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভ্রষ্টাচার ও জঙ্গলরাজ খারিজ করে

বিকাশের পক্ষে ভোট দিল বিহার

ওঙ্কার মিত্র

এসআইআর হল, ভোট হল, ফল বেরোলো। মাঝখানের কয়েকটা দিনে এনডিএ বনাম ইন্ডি জোটের রাজনৈতিক প্রচারের উত্তাপে মন তৈরি করল বিহারের জনগণ। তেজস্বী-রাহুলের ভোট চুরি, জাত-পাত, অবাস্তব প্রতিশ্রুতির অপরিপক্ক নেতিবাচক রাজনীতি বনাম নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথের ভ্রষ্টাচার ও জঙ্গলরাজের বিরুদ্ধে ও বিকাশের পক্ষে লাগাতার প্রচার। বিহারের জনগণ কার প্রতি বিশ্বাস রাখবে সেটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। সর্বকালীন রেকর্ড ভোট পড়ার পরে অনেকেই যখন ভেবেছিলেন নীতিশের দীর্ঘ প্রশাসনের বিরুদ্ধেই রায় দিতে চলেছে বিহার। তখন বিহারের উঁচু থেকে নিচু, ছেলে থেকে বুড়ো, পুরুষ থেকে মহিলা, হিন্দু থেকে মুসলিমরা যে অন্য সংকল্প করে ফেলেছিলেন তার প্রতিফলন মিলল ১৪ নভেম্বর সারাদিন। এনডিএর প্রতি বিহারীদের আস্থা ছাপিয়ে গেল সবকিছুকে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যাশা ছাড়িয়ে দুজনেই ১০১ আসনে প্রার্থী দিয়ে বিজেপি ও জেডিইউ পেল যথাক্রমে ৯১ এবং ৮৫ আসন। চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি দারুন স্ট্রাইক

কলকাতায় বিজেপি অফিসে লাড্ডু বিতরণ – নিজস্ব চিত্র

রেটের সঙ্গে পেল ১৯টি আসন। এনডিএ খাতায় মোট আসন ২০৪। ইন্ডি জোট থেমে গেল মাত্র ৩৪-এ। আরজেডি পেল মাত্র ২৪টি এবং কংগ্রেস পেল ৬টি আসন। কোনো এক্সিট পোলও আঁচ করতে পারেনি এই অভূতপূর্ব ফল।

এবারের বিহার নির্বাচনের ফলাফল যেখানে সব চেয়ে প্রভাব ফেলেছে সেটা হল পশ্চিমবঙ্গ। এখানেও এসআইআর চলছে। নিবার্চনও হবে তার কয়েক মাসের মধ্যে। সকালে যখন গণনা চলছে তখনই বিজেপি নেতা তথা বিহারের ভূমিপুত্র গিরিরাজ সিং বলেদিলেন, ইসবার বাঙ্গাল কি বারি। বিকালে তো বাংলা জুড়ে বিজেপির লাড্ডু বিতরণের জয়োল্লাস দেখে বোঝার উপায় ছিল না নির্বাচনের ফল কোথায় বেরিয়েছে, বিহারে না বাংলায়। বিজেপির দাবি এসআইআরএ ভুয়ো ভোটার নির্মূল হলেই হার নিশ্চিত হবে তৃণমূলের। এখানেও দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিতে মুখিয়ে রয়েছে মানুষ।

বিহারের কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, সীমাঞ্চলের মত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার ভোট পাটিগণিত বিজেপি নেতাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের মতে বিহারের মুসলিম জনগণও তেজস্বী-রাহুলের ভয় দেখানোর ফাঁদ এড়িয়ে ভোট দিয়েছে মোদী-নীতিশের বিকাশের পক্ষে। বিজেপি নেতাদের আশা এরপর এ রাজ্যেও মুসলিমদের ভয় ভাঙবে। তারাও মমতা সরকারের দুর্নীতি, খুন-জখম ও স্বজন পোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জঙ্গিদের বঙ্গ করিডর কতটা নিরাপদ?

কুনাল মালিক : যতবারই পাক মদদপুষ্ট জঙ্গিদের সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়েছে ভারতের বুকে, ততবারই তার কড়া প্রত্যাঘাত দিয়েছে ভারত। সম্প্রতি দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। হতাহত বহু মানুষ। এবারের বিস্ফোরণে যে বা যারা জড়িত তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কারণ আত্মঘাতী জঙ্গি উমর নবী সহ আরো যে সমস্ত শিক্ষিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ডাক্তাররা এই ঘৃণ্য চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত তারা সকলেই ভারতবর্ষের বাসিন্দা। ভারতে থেকে ভারতের খেয়ে ভারতের আল ফলাহা ইউনিভার্সিটিতে সেবাব্রতের চাকরি করেও মনে মনে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে স্টেথোর আড়ালে টেরোরিস্টের কাজ করে গিয়েছে নীরবে। এদের মদত কারা দিত সে নিয়েই চলছে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ। ভারতের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ সমন্বয় রেখে ঘটনার তদন্ত করে এই ঘটনার পেছনে আসল মাথা কে বা কারা তার খোঁজ করছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, যে সমস্ত জঙ্গিরা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের এমন উদাহরণমূলক শাস্তি দেওয়া

হবে, যে আগামী দিনে ভারতবর্ষে কেউ জঙ্গি হামলা করতে এলে তাকে বারবার ভাবতে হবে। তবে এই ঘটনার পর গোয়েন্দা সূত্র মারফত যে সমস্ত তথ্য উঠে আসছে তা খুবই ভয়ংকর এবং বিস্ফোরক। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ ভ্যালিতে নিরীহ পর্যটকদের ধর্ম দেখে দেখে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা গুলি করে হত্যা করে মেরেছিল। সেই ঘটনার পরেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং হুংকার দিয়েছিলেন প্রত্যাঘাতের। ১৪ দিনের মাথায় অপারেশন সিন্দুর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিশেষ করে বাহাওয়ালপুর যেখানে জইস-ই-মহম্মদের প্রধান আজাহার মাসুদ তার পরিবার নিয়ে থাকত। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী আঘাত করে তার পরিবারের ১০ জন সদস্যকেও নিকেশ করে দিয়েছিল। এমনকি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুরিদকে যেখানে লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ শহীদের ঘাঁটি ছিল। সেই ঘাঁটিকেও তছনছ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

এরপর পাঁচের পাতায়

জোরালো প্রত্যাঘাতের আশা করছে দেশবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : যতবারই পাক মদদপুষ্ট জঙ্গিদের সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়েছে ভারতের বুকে, ততবারই তার কড়া প্রত্যাঘাত দিয়েছে ভারত। সম্প্রতি দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। হতাহত বহু মানুষ। এবারের বিস্ফোরণে যে বা যারা জড়িত তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কারণ আত্মঘাতী জঙ্গি উমর নবী সহ আরো যে সমস্ত শিক্ষিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ডাক্তাররা এই ঘৃণ্য চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত তারা সকলেই ভারতবর্ষের বাসিন্দা। ভারতে থেকে ভারতের খেয়ে ভারতের আল ফলাহা ইউনিভার্সিটিতে সেবাব্রতের চাকরি করেও মনে মনে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে স্টেথোর আড়ালে টেরোরিস্টের কাজ করে গিয়েছে নীরবে। এদের মদত কারা দিত সে নিয়েই চলছে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ। ভারতের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ সমন্বয় রেখে ঘটনার তদন্ত করে এই ঘটনার পেছনে আসল মাথা কে বা কারা তার খোঁজ করছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, যে সমস্ত জঙ্গিরা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের এমন উদাহরণমূলক শাস্তি দেওয়া হবে, যে আগামী দিনে ভারতবর্ষে কেউ জঙ্গি হামলা করতে এলে তাকে বারবার ভাবতে হবে। তবে এই ঘটনার পর গোয়েন্দা সূত্র মারফত যে সমস্ত তথ্য উঠে আসছে তা খুবই ভয়ংকর এবং বিস্ফোরক। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ ভ্যালিতে নিরীহ পর্যটকদের ধর্ম দেখে দেখে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা গুলি করে হত্যা করে মেরেছিল। সেই ঘটনার পরেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং হুংকার দিয়েছিলেন প্রত্যাঘাতের।

এরপর পাঁচের পাতায়

মেডিকেল মডিউল ভাবাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ নভেম্বর সন্ধ্যার সময় দিল্লির লালকেল্লার কাছে ১ নম্বর মেট্রো স্টেশনের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ছারখার হয়ে গেল গোটা এলাকা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রায় ১৩ জনে মৃত্যু হয়েছে, এই বিস্ফোরণে বহু আহত মানুষ হাসপাতালে ভর্তি। দিল্লিতে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ গোটা দেশকে আবারো কাঁপিয়ে দিল। সন্ত্রাসবাদ যে এখনও নির্মূল হইনি তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের তদন্তে নেমেছে পুলিশ এবং এনআইএ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিদের মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য উঠে আসছে তা খুবই ভয়াবহ। কাশ্মীর থেকে ফরিদাবাদ হয়ে সাহারানপুর এবং লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত ছড়ানো নতুন এক জঙ্গি গ্রুপ ফরিদাবাদ মডিউল বলা ভালো মেডিকেল মডিউল ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নতুন করে ভাবাচ্ছে। অক্টোবরের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে খবর আসে কাশ্মীর থেকে ফরিদাবাদ পর্যন্ত এলাকায় কিছু একটা ঘটতে চলেছে বা কিছু একটা ঘটানোর প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা। সেই সূত্র ধরে কাশ্মীর থেকে আদিল আহমেদ নামে একজন চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যায় পেশায় চিকিৎসক এই আদিল আহমেদ জয়স-ই-মহম্মদের পোস্টারিং করছিল শ্রীনগরে। তাকে জেরা করে ফরিদাবাদ এর আল-ফলাহা মেডিকেল সেন্টারের আর এক ডাক্তার মুজাম্মিল সাকিলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক। এরপর আর এক মহিলা ডাক্তার যিনিও আল-ফলাহাতে কর্মরত শাহিন শাহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, এই শাহিন শাহিদ জয়স-ই-মহম্মদের মহিলা ইউনিটের ইন্ডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। জয়স-ই-মহম্মদের প্রধান আজহার মাসুদের বোন সাদিয়া আজাহার হলেন এই মহিলা ইউনিটের মূল মাথা। বিস্ফোরণের ঘটনার দিন সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা যায় একটি আই-২০ গাড়িতে উমর মোহাম্মদ নামে আরেক ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন বিস্ফোরক নিয়ে যিনিও আল-ফলাহা মেডিকেল সেন্টারের একজন কর্মরত ডাক্তার। যা জানা যাচ্ছে গোয়েন্দা সূত্রে এই উমর মোহাম্মদ বা নবী হচ্ছে বিস্ফোরণের মূল হোতা এবং তিনি নিজেও হয়তো ওই বিস্ফোরণে খতম হয়ে গেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে বদলাচ্ছে কমিশনের স্ট্রাটেজিও

শক্তি ধর : এসআইআর নিয়ে যতই শাসক বিরোধী আকচাআকচি হোক না কেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলার মানুষ কিন্তু এ ব্যাপারে দারুন সিরিয়াস। ঘরে ঘরে চলছে ফর্ম পূরণ পর্ব। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখতে ভিড় উপচে পড়ছে পাড়ার সাইবার ক্যাফেগুলোতে। ফর্ম পূরণ নির্ভুল করতে খসড়া তৈরি হচ্ছে জেরক্স কপিতে। ফলে জেরক্সের দোকানগুলোতেও দাঁড়াবার জায়গা নেই। লেখার ভুল শুধরোতে দেদার বিকোচ্ছে হোয়াইটনার পেন। আবার নির্বাচন কমিশন ডানদিকের ফর্মের উপরের কোনায় কারেন্ট ছবি লাগাতে বলায় ছবি তোলা এবং সময় মত তা হাতে পাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে স্টুডিওগুলোতে। অর্থাৎ এসআইআর-এ বঙ্গবাসীর মানসিক অংশগ্রহণ প্রায় ১০০ শতাংশ।

পাশাপাশি ভোটারদের এই উৎসাহকে নিজের দলের কাজে লাগাতে রাজনৈতিক দলগুলি নানা কৌশল তৈরি করছে বলে সূত্রের খবর। তার কিছুটা হদিশ মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার আধা শহর এলাকার এক চায়ের দোকানে। সেখানে এক নেতা গোছের বিএলএকে ঘিরে ভিড় জমেছে বেশ কিছু উৎসাহী

ভোটারের। প্রত্যেকে তার সমস্যার উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত। একজনের বাবা মারা গিয়েছেন কিন্তু তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জানতে চাইলেন, কি করবেন। বিএলএ নেতাটি কনফিডেন্স নিয়ে বাতলে দিলেন সমাধান। বললেন, 'দুর! ওসব কিচ্ছু লাগবে না। দলের ট্রেনিংএ বলে দিয়েছে কোনো ডেড, ডুপ্লিকেট ভোটার বাদ যাবে না। আমাদের ক্যাম্পে চলে যাস। সব ফর্ম আমরা সই করে দিয়ে দেব। একটা কথা জেনে নে কোনো নাম বাদ যাবে না।' আবার কলকাতার অবাঙালি এলাকায় নাকি বোঝানো হচ্ছে এরাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম উঠলে দেশের বাড়িতে সমস্যা হবে। এমন নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। সবমিলিয়ে এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলিও নিজের মত করে এসআইআর সফল করতে মাঠে নেমে পড়েছে। রাস্তা ঘাটে ব্যানার, ফেস্টুন, ঝাণ্ডা লাগিয়ে চলছে সহায়তা ক্যাম্প। কোথাও কোথাও আবার নাগরিকত্ব দিতে চলছে সিএএ ক্যাম্প। বিএলওদের নিজের কব্জায় নিতেও চেষ্টার ত্রুটি নেই রাজনৈতিক দলগুলির।

এদিকে নিজের ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এইসব কৌশলের খবর পেয়ে বসে নেই কমিশনও। প্রতিনিয়ত পর্যালোচনার মাধ্যমে বদলাচ্ছে তাদের স্ট্রাটেজি। ইতিমধ্যে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে বিএলওকে কব্জা করে কোনো লাভ নেই। বিএলওর কাজ শুধু ফর্ম পৌঁছে দেওয়া, সংগ্রহ করা ও জমা দেওয়া। তাদের কাছে নথি দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। নোটিশ, শুনানী সবটাই হবে কেন্দ্রীয় ভাবে এবং ডিজিটাল। আর বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়োবারও কোনো দরকার নেই। ফর্ম ফিলাপে সাহায্য করবেন বিএলও স্বয়ং। এরপর পাঁচের পাতায়

মতুয়ারা শংসাপত্র নিলেও সিএএতে আবেদন কম

কল্যাণ রায়চৌধুরি : রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস আই আর)। এর পাশাপাশি চলছে সি এ এ। পশ্চিমবঙ্গে মতুয়ারা কার্যত প্রায় ৭৬টি বিধানসভায় প্রভাবশালী। রাজ্যে মতুয়াদের এস আই আর ও সি এ এ-তে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সর্ব্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'মতুয়া মহাসঙ্ঘের থেকে সি এ এ-তে ফর্ম ফিলাপ করানো হয়না। শুধুমাত্র মতুয়া শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি থেকে এই শংসাপত্র নিয়েছেন প্রায় এক লক্ষ মতুয়া। কিন্তু তাদের মধ্যে কতজন সি এ এ তে আবেদন করেছেন, সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে মনে হয়, প্রায় ষাট-সত্তর শতাংশ মানুষ এখনও সি এ এ-তে আবেদন করেন নি। যতদূর জেনেছি, সাকুল্যে খুব কমসংখ্যক মানুষ সি এ এ-তে আবেদন করেছেন। সি এ এ-তে আবেদনের সংখ্যা মতুয়াদের সব চাইতে কম। কারণ যেভাবে আবেদন হয়েছে, সেইভাবে সি এ এ-র শংসাপত্র আসেনি। মতুয়াদের মাঠে শিক্ষার হার খুবই কম। এজন্য অনেকের মধ্যে ভয়-ভীতি কাজ করছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু

মানুষই স্থানীয় রাজনীতির দয়া-দাক্ষিণ্যে চলেন। তারা ভয় পাচ্ছেন সি এ এ-তে আবেদন করে যদি অসুবিধায় পড়েন। যদি তাদের বয়স্ক ভাতা বন্ধ হয়ে যায়, যদি লক্ষ্মীর ভান্ডারটা বন্ধ হয়ে যায়, এইসব নানা কথা ভেবে তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। আরও যেটা ভয়ঙ্কর বিষয়, তা হল, এস আই আর ফর্মের মধ্যে যে বিষয়টা আছে, যেমন, যাদের নাম ২০০২-এর ভোটার লিস্টে আছে বা যাদের নেই, তাদের বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুমার নাম লিস্টে আছে কিনা এর একটা কলম আছে, পাশাপাশি যদি আর একটা কলম থাকত যেটা নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে তিন ধরনের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। যার মধ্যে একটি জন্মসূত্রে, দ্বিতীয়টি রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তিকরণের মাধ্যমে এবং তৃতীয় বা অন্যটি স্বাভাবিকীকরণ এর মাধ্যমে, যেটা সি এ এ-র মাধ্যমে পাওয়া। এস আই আর-এ যেমন বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমার নাম চাইছে তেমনভাবে নাগরিকত্বের শংসাপত্র যদি চাইত, তাহলে অনেকের মধ্যে জড়তাটা কেটে যেত। কিন্তু তেমন কোনও সুবিধা সরকার রাখেনি, তাই বহু সাধারণ মানুষ সাহস পাচ্ছেন না। কারণ এস আই আর –এর এই ফর্মের মধ্যে যাদের বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা বা তার নিজের নাম থাকবে না, তাদের নাম কাটার সম্ভাবনা বেশি। ফলে এই সব কারণে মতুয়াদের মধ্যে একটা ভয়-ভীতি তৈরী হয়েছে, যে জন্যে তাদের আবেদনের হার উল্লেখযোগ্য নয়।'

অবৈধ আয় গ্রেপ্তার পুর ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আয় বহির্ভূত সম্পত্তি রাখার অভিযোগে কলকাতা পৌরসংস্থার এক বরিষ্ঠ কর্মীকে স্টেট ভিজিল্যান্স দফতর(এসিবি) গ্রেফতার করলো। ৭ নভেম্বর গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তি হলেন কলকাতা পৌরসংস্থার প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পার্থ চোঙদার। গত ৫ বছরে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। বোলপুরে বাংলো, কলকাতা ও তার আশেপাশে ৬টি ফ্ল্যাট। যদিও তিনি শেষ ছ থেকে সাত বছরে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে মাত্র ৫৬ লক্ষ টাকা বেতন পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর আয় ও সম্পত্তির বিস্তর ফারাকের খোঁজ পেয়েছে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা। ২০২০-২০২২ কোভিড কালে তিনি কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসফ্যালটাম দফতরে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে পরে বর্তমান দফতরে বদলি করা হয়। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ওই কর্মীর বিরুদ্ধে পৌর ভিজিল্যান্স দফতর তদন্ত শুরু করেছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলাভূমি বোজানোর অভিযোগ

সুব্রত মণ্ডল : পুকুর এবং জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে বারংবার সরব হচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ তা উপেক্ষা করেই একের পর এক জলাভূমি, পুকুর, ডোবা বোজানো চলছে বলে অভিযোগ। এবার জলাভূমি ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

বাজার আবারো ঊর্ধ্বমুখী

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাই আমরা বলেছিলাম যে বাজার বিহার ইলেকশনের দিকে তাকিয়ে। আর যখন বিহার ইলেকশন সম্পন্ন হয়েছে এবং এক্সিট পোলের নিরিখে বিজেপি জোটকে এগিয়ে রাখা হয়েছে তখন বাজার যথেষ্ট উদ্দীপ্ত উপরে যাওয়ার জন্য। আজ এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আমেরিকান ফেড–এর পলসন তার বক্তব্য রাখবেন সুতরাং সেই বিষয়ে বাজার সতর্ক হওয়ার বিষয় থাকবে যদিও ভিক্সের পতন এবং তার সাথে বাজারের ঊর্ধ্বগতি যথেষ্ট বজায় রয়েছে। আমরা লিখেছিলাম গত সপ্তাহে বাজার ২৫ হাজার ৪৫০ পর্যন্ত আসতে পারে এবং বাজার ওয়ে লেভেলকে টাচ করেই আবার উপরের দিকে চলে গিয়েছে এবং এ লেখা যখন লিখছি তখন সেটা ২৫,৮৮০। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বিহারের প্রকৃত রেজাল্ট কি হয় সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্প্রতি দিল্লিতে যে জঙ্গি আক্রমণ হয়েছে তার প্রেক্ষিতেও আবার পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে যেটা আগামীতে আবার ভয়ের কারণও হতে পারে। তবে ওদিকটা যদি না হয় তাহলে নিফটিকে ২৬,২০০ থেকে ২৬,৫০০ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে বাজার সম্পর্কে ইনডেক্সের কেমন কি মুভমেন্ট হতে পারে সেগুলো আমরা দিয়ে থাকি এবং যেহেতু ইলেকশনের রেজাল্ট ঘোষণার বিষয়ে রয়েছে সুতরাং হতে পারে ফল ঘোষণা হওয়ার পরে বাজারে একপ্রকার প্রফিট বুকিং শুরু হল এবং সত্যি সত্যি যদি তাই হয় তাহলে নিচের স্তরে শেয়ার কেনার সুযোগ থাকছে। বাজারের গতি বৃদ্ধি দেখে মনে পড়ছে ২৫,৮০০ কে বেস করে বাজার ২৬,৮০০ পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

জেনে রাখা দরকার

ওডিশি

ভরত মুনির নাট্য শাস্ত্রে ওডিশি নৃত্যকে ওড্রামাগধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পর্বতে ওডিশি নৃত্যরীতির ভাস্কর্য রয়েছে। এই ভাস্কর্য প্রথম শতাব্দীর। ব্রিটিশ আমলে অন্যান্য ভারতীয় নৃত্যের মতো ওডিশি নৃত্যেরও দুর্দিন দেখা দেয়। স্বাধীন ভারতে ওডিশি নৃত্যধারা আবার স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওডিশি নৃত্যের তিনটি ধারা আছে– মহারি, নর্তকী ও গোতিপুয়া। মহারি হল ওডিশার মন্দিরের দেবদাসীদের নাচ। মহা অর্থাৎ মহান এবং নারী শব্দ থেকে মহারি শব্দের সৃষ্টি। আদিতে নৃত্য

এবং অভিনয়ে সীমাবদ্ধ ছিল মহারি নৃত্যধারা। পরবর্তীকালে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে কেন্দ্র করে মহারি নৃত্যশৈলী গড়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোতিপুয়া ধারার জন্ম। এই ধারার জন্মের একটি কারণ নারীদের নাচে অংশ গ্রহণ করা বৈষ্ণবদের পছন্দ ছিল না। অল্পবয়সী ছেলেরা মেয়েদের বেশ ধারণ করে গোতিপুয়া নৃত্য পরিবেশন করত। মহারিরা ছেলেদের এই নাচ শেখাত। রাধা–কৃষ্ণের কাহিনি নিয়ে বহু বৈষ্ণব কবি পদ রচনা করেছিলেন। এই পদগুলি ছিল এই নৃত্যধারার ভিত্তি। গোতিপুয়া ধারাই ওডিশি নৃত্যধারাকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসে। নর্তকী নৃত্যধারা চালু হয় যখন এই নাচ রাজ দরবারে প্রবেশ করে। ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত নর্তকী নৃত্যধারার বিকাশ ঘটে রাজ দরবারে। ব্রিটিশ শাসনে দেবদাসী ব্যবস্থা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। এর ফলে মন্দিরে ও রাজ দরবারে ওডিশি নাচ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র গোতিপুয়া নৃত্যধারা টিকে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেলুচরণ মহাপাত্র, পঙ্কজ চরণ দাস, দেব প্রসাদ দাস, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী প্রমুখ ওডিশি নৃত্যশিল্পীর হাত ধরে পুনরুজ্জীবন ঘটে এই নৃত্যধারার।

সাত্রিয়া

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসমে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের হাতে গড়ে ওঠে এই ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যধারা। অসমে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের মঠ বা মনাস্টেরিকে বলা হয় সত্রা। শঙ্করদেব সত্রায় অভিনয়ের জন্য একাঙ্ক নাটক অঙ্কিয়া নাট রচনা করেছিলেন। এই নাটকের অনুষঙ্গ হিসেবে তিনি রচনা করেন সাত্রিয়া নৃত্য। সাত্রিয়া নৃত্যের বিষয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি। শুরুতে শুধুমাত্র সন্ন্যাসী (ভক্ত)–রা এই নৃত্য পরিবেশন করতে পারতেন। পরবর্তীকালে সাত্রিয়া নৃত্যের বিষয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও এই নৃত্য পরিবেশনের অধিকার পায়। সাত্রিয়া নৃত্য বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন– অপ্সরা নৃত্য, বেহার নৃত্য, চালি নৃত্য, দশাবতার নৃত্য, নটুয়া নৃত্য, রাস নৃত্য ইত্যাদি। শঙ্করদেব রচিত বোরাগীত–সঙ্গীতের সঙ্গে পরিবেশিত হয় এই নৃত্যশৈলী। প্রথমে খোল, করতাল, বাঁশি ব্যবহার হলেও বর্তমানে বেহালা ও হারমোনিয়ামও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাচের পোশাক প্রধানত পাট দিয়ে তৈরি করা হয়।

ধ্রুপদি নৃত্য ছৌ

ছৌ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ছায়া শব্দটি থেকে। ছৌনাচে মুখোশের ব্যবহার থেকেই এই নামকরণ করা হয়েছে। ছৌনাচটি আদতে যুদ্ধ নৃত্য। আক্রমণ, প্রতিরক্ষা, প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ভঙ্গি ফুটে ওঠে ছৌ নাচের শরীরী বিভঙ্গ ও পদক্ষেপে। ছৌনাচের বিষয় বিভিন্ন। যেমন পৌরাণিক কাহিনি, দৈনন্দিন জীবন, প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা, এমনকি সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আবেগ অনুভূতি। এই একক নৃত্যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের নাম এই নৃত্যটির সঙ্গে জড়িত। পুরুলিয়া জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে এই নাচ দেখা

যায়। হিন্দুস্থানি রাগ ভিত্তিক সঙ্গীতের সঙ্গে এই নৃত্যশৈলী পরিবেশিত হয়, সঙ্গে থাকে নাকাড়া, ডোল, ধামসা, সানাই, চরচরি, টিকরা, নাগরা, বাঁশি। নৃত্যশিল্পীর হাতে থাকে ঢাল ও তলোয়ার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩
১৫ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহটি মাঝারিভাবে ফলপ্রসূ হবে। ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিলম্বিত হতে পারে। কাজের চাপ ব্যস্ত থাকতে পারে, তবে সপ্তাহের শেষে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনার সুখ বৃদ্ধি করবে।

বৃষ রাশি : পরিবারের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন এবং আপনি আয়ের নতুন উৎসও খুঁজে পেতে পারেন। তবে, কোনও কারণে বিরক্ত হতে পারেন, যা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকা যুক্তিসঙ্গত, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে ভালো লাভ পাবেন এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। প্রেমের জীবনে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে এবং দুজনের মধ্যে আরও ভালো বোঝাপড়া গড়ে উঠবে। পারিবারিক বিষয়গুলি সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে, বাবা–মা এবং সন্তান উভয়ই একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করবেন।

কর্কট রাশি : বস এবং সহকর্মীদের সাথে কর্মক্ষেত্রে ভাল সমন্বয় বজায় রাখবেন এবং তাদের কাজের মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করবেন। আর্থিক বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সন্তানদের সাথে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

সিংহ রাশি : আর্থিক ক্ষেত্রে অনুকূল থাকবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অগ্রগতি আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে, ফলে পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ভাগ্যও ভালো থাকবে। কিছু অবাঞ্ছিত খরচ হতে পারে, তা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না। সপ্তাহের শেষ দিনটি কর্মক্ষেত্রে থাকা ব্যক্তিদের জন্য কিছু সমস্যা নিয়ে আসতে পারে।

কন্যা রাশি : আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পারিবারিক সহায়তা সহায়ক হবে এবং অনেক ইচ্ছা পূরণ হবে। আরাম–আয়েশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরিবারের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন।

তুলা রাশি : অতিরিক্ত রাগ পরিবারের সদস্যদের সাথে বিরোধের কারণ হতে পারে, তাই রাগ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আপনার পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে। হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং স্ত্রীর সাথে সম্পত্তি কেনার কথাও ভাবতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি : আর্থিক লাভ এবং আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও বিবাদে জড়িয়ে পড়লেও স্বস্তি পেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করবে। এই কর্মক্ষেত্রে ভাগ্য পক্ষে থাকবে এবং অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি আপনার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। এই সপ্তাহে ভ্রমণ সম্ভব।

ধনু রাশি : সন্তানদের সাথে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং অনেক গৃহস্থালির কাজ সম্পন্ন হবে। আরও বেশি আরাম পেতে পারেন এবং তারা বন্ধুদের সাথে নতুন বছরের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আয় সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। আপনার কথা নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় আপনি কোনও তর্ক–বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঠান্ডা ঋতুতে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মকর রাশি : ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো লাভ বয়ে আনবে। পরিকল্পনা সফল হবে এবং নতুন কৌশলও তৈরি করবেন। অংশীদারিত্বের কাজেও ভালো লাভ হতে পারে, তবে কাজের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো, ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে বিদেশ ভ্রমণ করতে চান তাদের আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি : পরিবারের সদস্যদের সাথে সমন্বয় ভালো থাকবে এবং বাড়িতে কোনও ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে। ভাইবোনদের সমর্থন সুবিধা বয়ে আনতে পারে এবং সকলের সাথে বোঝাপড়াও খুব শক্তিশালী হবে। চাকরিজীবীদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে এবং সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব হতে পারে। ঊর্ধ্বতনদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

মীন রাশি : চাকরিজীবীদের জন্য ভালো ফলাফল বয়ে আনতে পারে। সমস্ত লক্ষ্য পূরণ হবে এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ভালো আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন এবং বন্ধুদের সাথে বাইরে যেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি খুঁজছেন তাদের আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। বৈবাহিক জীবনের দিক থেকে স্ত্রীর সাথে সমন্বয় ভালো থাকবে। সপ্তাহের শেষ অংশে, অলসতা যেন কোনও কাজ নষ্ট না করে সেদিকে সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

শিল্পোন্নয়নে কেন্দ্র–রাজ্য সমন্বয়ের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গয়াল ১১ নভেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত উদ্যোগ সম্মেলন ২০২৫–এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সহযোগিতা করাই কেন্দ্র সরকারের অগ্রাধিকার, যাতে দেশের প্রতিটি ভোক্তার কাছে সর্বোচ্চ মানের পণ্য পৌঁছায়।' এই সম্মেলনের আয়োজন করে শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রবর্তন দপ্তর।

মন্ত্রী জানান, খেলনা ও প্লাইউডের মতো খাতে গুণমান নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং নিম্নমানের আমদানি নিরুৎসাহিত হয়েছে।

সম্মেলনে ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিল্পমন্ত্রী, সরকারি আধিকারিক ও শিল্প প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা ব্যবসা সংস্কার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪–এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং শ্রেষ্ঠ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সম্মানিত করা হয়।

গয়ালের মূল বার্তা: 'সহযোগিতা ও স্থায়িত্বই উন্নতির মূল চাবিকাঠি।'

তিনি বলেন, 'প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব সাফল্যের মডেল রয়েছে। একে অপরের থেকে শেখার মাধ্যমে ভারত দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।' তিনি রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানান, শিল্প প্রণোদনা বাস্তবায়নের জন্য তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, যাতে দ্রুত আর্থিক প্রণোদনা বিতরণ নিশ্চিত হয় এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় থাকে। মন্ত্রী আরও বলেন, শিল্প ও প্রশাসনের মধ্যে মজবুত অংশীদারিত্বই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। আইন–শৃঙ্খলা, নির্দিষ্ট সময়ে অনুমোদন প্রদান এবং শারীরিক সংস্পর্শ কমানো–এসবই বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে। তিনি মধ্যপ্রদেশ সরকারের স্বল্পমূল্যে প্রস্তুত শিল্পস্থাপনা প্রদানের উদ্যোগের প্রশংসা করে অন্যান্য রাজ্যকেও একই পথে হাঁটার পরামর্শ দেন। গয়াল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'জিরো ইফেক্ট, জিরো ডিফেক্ট' দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা–র অধীনে ঠাণ্ডা সংরক্ষণ কেন্দ্র, সমবায় ভিত্তিক গভীর সমুদ্র জাহাজ ক্রয়, ও মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে খাতটিকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। মন্ত্রী রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানান– উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন, নারী অংশগ্রহণ, স্টার্টআপ ও ডীপ–টেক উদ্যোগের উপর গুরুত্ব দিতে। তিনি আরও বলেন, "নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি কৃষক, উৎপাদক ও অন্যান্য অংশীদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে নতুন রপ্তানি সুযোগ তৈরি করবে।'

ডিপিআইআইটি সচিব অমরদীপ সিং ভাটিয়া জানান, বিআরএপি ২০২৪ এখন বিশ্বের অন্যতম ব্যাপক উপজাতীয় সংস্কার কর্মসূচি। এই কর্মপরিকল্পনায় ৪৩৪টি সংস্কারবিন্দু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ৫.৮ লক্ষাধিক ব্যবসার মতামতের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

'টপ অ্যাচিভার" হিসেবে যেসব রাজ্য ৯০ শতাংশের বেশি স্কোর অর্জন করেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরল, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়। বিভিন্ন বিভাগে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য মহারাষ্ট্র, আসাম, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, গুজরাট, কর্ণাটক, ত্রিপুরা, গোয়া ও মেঘালয়কেও সম্মানিত করা হয়। বিআরএপি মূল্যায়নে ৭০ শতাংশ ওজন ব্যবহারকারী প্রতিক্রিয়া এবং ৩০ শতাংশ প্রমাণভিত্তিক তথ্য এর উপর ভিত্তি করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

সাগর ব্লকে এমএসএমই–র মেগা ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দিতে এবং শিল্পের সমাধান নিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) এবং সাগর উন্নয়ন ব্লকের উদ্যোগ দপ্তর। সাগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে শুরু হল ৫ দিনব্যাপী এক মেগা শিবির, যা কার্যত মেলার রূপ নিয়েছে।

১০ নভেম্বর সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ এমএসএমই ক্যাম্প শেষ হল ১৫ নভেম্বরে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত হয়েছে এই ক্যাম্প। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগের বীজ বপন করা এবং সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

প্রথম দিনেই এই ক্যাম্পে

উৎসাহী উপভোক্তাদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে, যা এই উদ্যোগের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়াকেই তুলে ধরে। এখানে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, নতুন প্যান কার্ড, উদ্যোগ রেজিস্ট্রেশন, আর্টিজেন কার্ড এবং স্বনির্ভর দলের মিড–লোন, মহিলাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লোন, এমনকি সংখ্যালঘু স্বনির্ভর দলের মহিলাদের জন্য গো–পালন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

এছাড়াও, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষের সুবিধার্থে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমেও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায়, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা। এই ৫ দিনের মেলা সাগর ব্লকের মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর হওয়ার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্কে ৭৫০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 'লোকাল ব্যাঙ্ক অফিসার' পদে ৭৫০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যোগ্যতা: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বয়স: বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৫–এর হিসাবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৫–১৯৯৫ থেকে ১–৫–২০০৫–এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর, প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

শূন্যপদ: ৭৫০টি পশ্চিমবঙ্গ (বাংলা ভাষা)– ৯০ (জেনাঃ ৩৮, ও.বি.সি. ২৪, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু. এস. ৯) এর মধ্যে অস্থি প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১, আই.ডি. ১টি। আন্ধ্রা প্রদেশ ৫টি, গুজরাট ৯৫টি, কর্ণাটক ৮৫টি, মহারাষ্ট্র ১৩৫টি, তেলেঙ্গানা ৮৮টি, তামিলনাড়ু ৮৫টি, জম্মু ও কাশ্মীর ২০টি, লাদাখ ৩টি, অরুণাচলপ্রদেশ ৫টি, অসম ৮৬টি, মণিপুর ৮টি, মেঘালয় ৮টি, মিজোরাম ৫টি, নাগাল্যান্ড ৫টি, সিকিম ৫টি, ত্রিপুরা ২২টি। চাকরি হবে জে.এম.জি. স্কেলে। পোস্ট কোড: ০১.

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে। এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, হাওড়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, আগরতলা, গ্যাংটক, শিলং। অনলাইন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের

পেপারে ৩ ঘন্টার ২০০ নম্বরের ১৪০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড–২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩৫ মিনিট। (২) জেনারেল/ইকোনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস– ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৫০ মিনিট। (৩) ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩৫ মিনিট। (৪) ইংলিশ নলেজ ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২৫ মিনিট। (৫) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩৫ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। প্রতিটি পেপারে ৩৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৩০%) নম্বর পেলে সফল হবেন। সফল হলে ল্যাঙ্গোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হবে। তারপর হবে ৫০ নম্বরের ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৩ নভেম্বরের মধ্যে।

ওয়েবসাইট: https://pnb.bank.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন ও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন। '........ (Name of the candidate), here–by declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৯) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৮২ ডেপুটি ম্যানেজার, স্টেনো ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ডেপুটি ম্যানেজার (ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস), অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার পদে ৮২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ডেপুটি ম্যানেজার (ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) : এম.বি.এ. (ফিনান্স) কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। অ্যাকাউন্ট্যান্ট: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪২টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৪)। স্টেনোগ্রাফার: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা ইংরিজি শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩১টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১৫–১২–২০২৫"এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে। ১২০ নম্বরের ১২০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) লজিক্যাল রিজনিং / জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি / ইন্টেলিজেন্স টেস্ট–১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল নলেজ ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল ভার্বাল এবিলিটি–ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (৫) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ৮০ নম্বরের ৮০টি প্রশ্ন। এরপর হবে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.nhai.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি
সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

শব্দবার্তা ৩৬৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৩। দেহধারী আত্মা ৫। শিবের রুদ্ররূপ ৭। শহর ৮। সভার সদস্য ১০। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ১৩। এয়োস্ত্রী ১৪। আদেশ, হুকুম ১৫। শান্তি

উপর–নীচ

১। পদ্ম, কমল ২। কুস্তিগির ৪। বনে বিচরণকারী, বনবাসী ৬। সংবাদপত্র ৯। প্রেম, প্রণয় ১১। ওজনের পরিমাণবিশেষ ১২। সিংহাসন ১৮। পরিনাম, পরিণতি

সমাধান : ৩৬৬

পাশাপাশি : ১। অনুষ্ঠান ৪। মহারজত ৫। তসবির ৭। দফারফা ৯। জলবায়স ১০। ইন্তেকাল

উপর–নীচ : ১। অবাঞ্ছিত ২। নমস্কার ৩। রাজকুমার ৬। সচিবালয় ৭। দশাসই ৮। ফাইনাল

সুখবাজারের বেহাল রাস্তা

বিশাল দাস, বোলপুর : বীরভূমের নানুর বিধানসভার অন্তর্গত সিয়ান মুলুক পঞ্চায়েতের সুখবাজার গ্রামের ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা এখন

চরম ভোগান্তির শিকার। দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামের প্রধান রাস্তাটি নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ এবং নর্দমার জল এসে জমে রয়েছে রাস্তার মাঝখানে। বর্ষা হোক বা শুষ্ক মৌসুম প্রতিনিয়ত কাদা, দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিলতার মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে রাস্তার এই করুণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর আশ্বাস মিললেও কার্যত কোনো বাস্তব পদক্ষেপ দেখা যায়নি। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতে বারবার লিখিত ও মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি কোনো সমাধান। প্রতিদিন সকালে অফিসযাত্রী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং বৃদ্ধ-বাচ্চাদের কাদা পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রায়ই কাদায় পা পিছলে পড়ে আহত হচ্ছেন কেউ না কেউ।

এই রাস্তা দিয়েই গ্রামের অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়েও তৈরি হচ্ছে মারাত্মক সমস্যা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বর্ষার সময় জল এতটাই জমে যায় যে রাস্তা প্রায় অচল হয়ে পড়ে—মানুষের পাশাপাশি গাড়িও চলাচল করতে পারে না। ঘোষপাড়ার বাসিন্দা শ্যামল ঘোষ বলেন, 'আমরা বহুবার পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে অভিযোগ করেছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় পড়ে যায়, বয়স্কদের হাঁটতে কষ্ট হয়—এই কষ্টের আর শেষ নেই।'

নেই সেতু, নৌকাই ভরসা

অরিজিৎ মণ্ডল, ফলতা : খালের উপর নৌকা থাকলেও নেই তার মাঝি আর তাই নাকি এখন খাল পারাপারের একমাত্র ভরসা। কথাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! কারো দাবি সেতু হোক কারো দাবি সেতু চাইনা এই বেশ ভাল আছি সেতু হলে খাব কি?

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর-২ ব্লক-এর কাশীনগরের

পুরনো সিনামা তলা এলাকায় খালের উপরে ছিল বাঁশের সাঁকো, বর্তমানে সে সাঁকো নেই, সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে খালের চরিত্র, কিন্তু আছে নৌকা। যা দুটি নৌকা জোড়া লাগিয়ে করা হয়েছে সাঁকো। যা দুর্মূল্যের বাজারে এক টাকার বিনিময়ে পার হওয়া যায়। একসময় মণি নদীর জলধারা এই খালকে পুষ্ট করত। সহজেই নৌকা চালিয়ে পারাপার করা যেত। ধীরে ধীরে খালে জলের প্রবাহ কমে আসতে থাকে, খাল ভরাট হতে শুরু করে, জলের পথ আটকে যায়। নৌকা চালানোর পরিসরও ছোট হয়ে আসে। আগে নৌকা চালাত জ্যোতিষ বৈদ্য, জ্যোতিষবাবুর প্রয়াণের পর নৌকা চালানোর দায়িত্ব আর কেউ নেয়নি। অবশেষে দুটি নৌকা আড়াআড়িভাবে বসিয়ে তার ওপর কাঠের পাটাতন দিয়ে বানানো হয় সাঁকো। শুষ্ক মরশুমে একটিমাত্র নৌকা, আর বর্ষায় দুটি নৌকা জুড়ে হয় পারাপার। প্রতিদিন এই নৌকা-সাঁকো দিয়ে পার হয় কয়েক শতাধিক মানুষ। মাথাপিছু ভাড়া ১ টাকা। সেই টাকা দিয়েই সংসার চালান জ্যোতিষ বৈদ্যর ছেলে গোপাল বৈদ্য। তবে সেই আয়ের একটা অংশ অন্যদেরও দিতে হয়। তাই তিনি চাইছেন, পারাপারের ভাড়া ১ টাকার বদলে ২ টাকা করা হোক।

বাস্তব কারণও রয়েছে কাশীনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে বাজারে পৌঁছাতে যেখানে সময় লাগে প্রায় ১০ মিনিট, এই সাঁকো পার হলেই সময় লাগে মাত্র ১ থেকে ২ মিনিট। তাই স্থানীয়দের কাছে এই নৌকা-সাঁকো আজও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তবে পারাপারকারী অনেকের দাবি, সাঁকোটিকে এবার পাকাপোক্ত করে দেওয়া হোক। কিন্তু বৈদ্য পরিবারের দাবি সাঁকো হলে খাবো কি! নৌকা যেমন আছে তেমন থাক।

এলাকার মানুষের পাকাপোক্ত সেতুর দাবি থাকলেও প্রশাসনের দাবি যে রাস্তায় চলাচলায় সেটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং এই নৌকা পারাপারের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত কোন পয়সা দেয়। তাই এখানে কখনো সেতু গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন গোপাল বৈদ্যের অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যতে এই নৌকা-সাঁকো চালু থাকবে তো? কতদিন টিকবে এই ঐতিহ্য? সেই উত্তর খুঁজছে রায়দিঘির কাশীনগরের মানুষ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ইন্দিরাজীর গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

এলাহাবাদ কোর্টে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দুর্নীতি প্রসঙ্গে আনীত মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে বিচারক জগমোহন লাল সিং গত জুন মাসে যে রায় ঘোষণা করেছিলেন, তাকে ঘিরে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নানান আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

গত ৭ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের ৫ জন বিচারপতি (সর্ব্বশ্রী এ, এন, রায়, এইচ. আর খান্না, কে.কে. ম্যাথু, ওয়াই. ভি. চন্দ্রচূড় এবং এম-এইচ. বেগ) নিয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে ব্যার্থহীন ভাবে উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি কেন্দ্রে ইন্দিরাজীর নির্বাচনকে দুনীতিমুক্ত ঘোষণা করায় রাজনৈতিক মহলে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

গত জুন থেকে নভেম্বর পাঁচ মাসে ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিন ধন কাটাচ্ছিল। সকলের সংশয়, সুপ্রীম কোট কি রায় দেবে। অবশেষে ইন্দিরাজীর পক্ষে রায় ঘোষিত হওয়ায় ইন্দিরাজী হৃত গৌরব পুনরায় ফিরে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে কে প্রধানমন্ত্রী জুবেন এ নিয়ে যে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল তারও অবসান হল।

১০ ম বর্ষ, ১৫ নভেম্বর ১৯৭৬, শনিবার, ২ সংখ্যা

বাদ দেওয়া যাবে না মৃত ভোটারদের নাম!

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন আগেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভার প্রাপ্তর বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ববি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন। যে ভিডিও তে দেখা যায় এসআইআর ফর্ম বিলি নিয়ে বিএলওদের সাথে বচসা হচ্ছে সাধারণ মানুষের আর

যেখানে উপস্থিত রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এরপরই বিষয়টি নিয়ে অভিজিৎ দাস ববি নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানায় ফলতা বিধানসভায় গত ৪ নভেম্বর ফলতা বিধানসভার পঞ্চায়েত অফিসে অঞ্চল সভাপতি মানস পাণ্ডা উপস্থিত থেকে ফলতা বিধানসভার ২১ টি বুথের ২০ জন বিএলওদের নিয়ে মিটিং করেন এবং যেখানে তাদের ফোন সুইচড অফ করে দেওয়া হয় যাতে তারা রেকর্ড করতে না পারে এবং তাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানানো হয় মৃত ভোটারের নাম কোনভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না, এমনই অভিযোগ করছে অভিজিৎ দাস ববি। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, গত কয়েক বছরে গোটা পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে ডায়মন্ডহারবার লোকসভায় ২৫ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিমাণটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষের কাছাকাছি এবং ফলতা বিধানসভায় প্রায় ১২ হাজারের কাছে মৃত ভোটার রয়েছে যাদের নামগুলি ভোটার লিস্টে রাখার জন্য শাসক দলের পক্ষ থেকে বিএলওদের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলতা বিধানসভার অধিকাংশ বিএলও শাসক দলের প্রতিনিধি। বিষয়টি নিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দারস্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খানের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোন উত্তর দেয়নি বিষয়টি নিয়ে শাসক দলের ব্যারাকপুর বিধানসভার সাংসদ পার্থ ভৌমিক জানায় ফলতায় এমন কোন ঘটনা ঘটছে বলে তার কাছে খবর নেই অন্যদিকে মৃত ভোটারের বিষয় তিনি জানায় বিষয়টি বিএলওদের দেখার কাজ নির্বাচন কমিশনের দেখার কাজ এটা আমাদের কাজ না।

সরস্বতী নদীতে আবর্জনা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : ধীরে ধীরে আবর্জনার স্তূপে ঢেকে যাচ্ছে সরস্বতী নদী। প্রশাসন নির্বিকার। শুধু সরস্বতী নদী বাঁচানোর জন্য প্রশাসনের প্রচার ও সর্তকতা। নেই প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ। হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত রেল ব্রিজের নিচে থেকে শুরু করে সর্বত্র একই চিত্র।

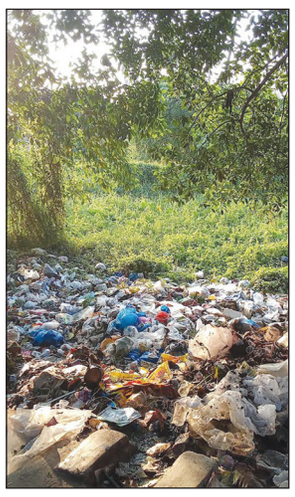

তাই এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের সকলের দাবি অবিলম্বে সরস্বতী নদী বাঁচানোর জন্য ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে দূষণ ছড়ানো ও নদীর গতিপথ বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করতে প্রশাসন হস্তক্ষেপ।

ডাচ বিশেষজ্ঞদের সাগর পরিদর্শন

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সমুদ্রের গ্রাস থেকে ঐতিহাসিক গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকতকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার লক্ষ্যে এবার হাত মেলাচ্ছে নেদারল্যান্ডস। ১২ নভেম্বরের সকালে ডাচ বিশেষজ্ঞদের একটি উচ্চ-প্রতিনিধি দল সাগরের উপকূলীয় সুরক্ষার কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগর সমুদ্র সৈকত পরিদর্শনে আসে। সমুদ্র এবং নদী বাঁধ সুরক্ষায় বিশ্বজুড়ে পরিচিত নেদারল্যান্ডসের এই সফর স্থানীয় প্রশাসনে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ডাচ টিম যখন সাগর সৈকতে পৌঁছায়, তখন তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান স্থানীয় প্রশাসন। গঙ্গাসাগরের জয়েন্ট বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান প্রতিনিধি দলকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান। স্বপন কুমার প্রধান ব্যক্তিগতভাবে পুরো পরিদর্শনের সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং উপকূলের বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও স্থায়ী সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ দলকে

সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

সূত্রের খবর, নেদারল্যান্ডসের বিশেষজ্ঞরা সমুদ্রের ক্ষয়রোধ এবং সৈকতের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য অত্যাধুনিক ডাচ প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে গঙ্গাসাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শুরু হল, যা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের স্থায়ী সুরক্ষায় এক বিরাট চমক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

শিক্ষক শূণ্য উত্তর কমলপুর স্কুল

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : স্কুলের দুজন শিক্ষকই বিএলও, একজন শিক্ষককে অন্য স্কুল থেকে সাময়িক পাঠানো হলেও শিকেয় উঠবে লেখাপড়া আশঙ্কায় উত্তর কমলপুর গ্রাম স্কুলে মাত্র দুজন শিক্ষক। তারাই কোনোক্রমে সামাল দিতেন প্রাক্ প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পঠন পাঠন। সম্প্রতি এসআইআরের কাজে দুই শিক্ষককেই বিএলও করায় শিক্ষক শূণ্য হয়ে পড়ে স্কুল। পরিস্থিতি সামলাতে অন্য স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে সাময়িকভাবে পাঠানো হলেও একা ওই শিক্ষক কীভাবে সামাল দেবেন একসাথে ৫ টি ক্লাসের পঠন পাঠন থেকে শুরু করে মিড ডে মিল তা নিয়েই চিন্তায় অভিভাবকেরা। ঘটনা বাঁকুড়ার উত্তর কমলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের উত্তর কমলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ২৯ জন। হতদরিদ্র ক্ষেতমজুর পাড়ার এই পড়ুয়াদের অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। পরিবারের সকলে দিনভর মাঠে কাজ করতে যাওয়ায় বাড়ির শিশুটির লেখাপড়ার ক্ষেত্রে একমাত্র সম্বল সরকারি ওই স্কুল। বাড়তি পাওনা হিসাবে জোটে মিড ডে মিলও। এতদিন স্কুলের দুজন শিক্ষক কোনোক্রমে ৫ টি ক্লাসের পঠন পাঠন সামাল দিতেন। কিন্তু ভোট বড় বালাই। এসআইআরের কাজে দুই শিক্ষককেই নিয়োগ করা হয় বিএলও হিসাবে। আর তাতেই স্কুলে তালা পড়ার জোগাড়। একদিকে পঠন পাঠন আর অন্যদিকে দুপুরের মিড ডে মিল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তাড়া করতে শুরু করে অভিভাবকদের। স্কুলে তালা পড়া রুখতে স্থানীয় অন্য এক স্কুলের শিক্ষককে সাময়িক সময়ের জন্য পাঠানো হয় উত্তর কমলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেই শিক্ষক স্কুলে যোগও দেন। তাতে আর যাই হোক মিড ডে মিল হয়তো চালু রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু যেখানে স্কুলের ৫টি ক্লাসের পঠন পাঠন সামলাতে ২ জন শিক্ষককেই কার্যত হিমসিম খেতে হয় সেখানে ১ জন শিক্ষক দিয়ে কী আদৌ অব্যাহত রাখা যাবে পঠন পাঠনের কাজ? এমন অবস্থায় পঠন পাঠনে স্কুলের শিশুরা পিছিয়ে যে পড়বে তা এককথায় মানছেন স্কুলের দুই শিক্ষক সহ সাময়িক সময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকও। স্থানীয় অভিভাবকদের দাবি তাদের শিশুদের কথা কে আর ভাবে। তাই আপাতত যা জুটছে তাই সই।

মৎস্যজীবী কল্যাণ, অধিকার ও সুরক্ষার পক্ষে প্রচার অভিযান

সুব্রত মণ্ডল, বলাগড় : নদীমাতৃক দেশে নদীতে মাছ ধরে দেশের বেশ কিছু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের সেই জীবিকার যাতে নিরবিচ্ছিন্ন আয় থাকে তার জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। ১১ নভেম্বর হুগলী জেলার মৎস্যজীবীদের স্বার্থে তাদের বাঁচাতে

ও তাদের নদীতে মাছ ধরার অধিকার, নদী দূষণ মুক্ত সহ হুগলী জেলার বলাগড় মিলনগড় ঘাট থেকে একটি প্রচার অভিযান হয়। সুসজ্জিত টোটো করে চলে প্রচার। প্রচারে মূলত গঙ্গায় কীটনাশক প্রয়োগ করে মাছ ধরা, চায়না জালের ব্যবহার না করা, মিলনগড় ঘাটে পাকা জেটি বানানো সহ বিভিন্ন দাবী তুলে ধরা হয়। এই প্রচার অভিযান থেকে প্রচারপত্রও বিলি করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

এদিনের প্রচারে অংশ নেন বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য বিভাগের ব্যাসদেব পাল, সমাজকর্মী প্রশান্ত অধিকারী, ক্ষত্রিয়নগর মৎস্যজীবী সংগঠনের অনুপ বিশ্বাস সহ বহু মৎস্যজীবী। ব্যাসদেব মণ্ডল জানান, এলাকার মৎস্যজীবীদের। স্বার্থে তাদের উন্নয়ন ও নিশ্চিত জীবনযাত্রা ও অধিকার রক্ষার স্বার্থে সব সময় তারা থাকবেন।

পোকার আক্রমণে অসময়ে ধান কাটছে চাষীরা

অভীক মিত্র, বীরভূম : শোষক পোকার আক্রমণে ধানের ব্যাপক ক্ষতি দুবরাজপুর ও খয়রাশোল ব্লকের চাষিদের মাথায় হাত। খয়রাশোল ব্লকের হজরতপুর, বড়রা, বাবুইজোড়, পারশুন্ডি সহ সমস্ত ব্লক এলাকায় শত শত হেক্টর জমিতে শোষক পোকার আক্রমণে ধান সব শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। এক ছটাকও ধান ঘরে উঠবে না। এই পোকা লাগা খড় গরুতে খাবে না। চন্দ্রবোড়া সাপের উপদ্রবে কোনো খেতমজুর ধান কাটতে যাচ্ছে না- এমনি অভিযোগ ওইসব এলাকার চাষীদের। রসা গ্রামের কৃষক সাগর ঘোষ, কেশব ঘোষ, ভাগচাষী আশোক বাগদি, খয়রাশোল গ্রামের মনোরঞ্জন পাল অভিযোগ করে বলেন, গত ৩ বছর বৃষ্টির অভাবে এই এলাকায় ভাল ধান হয়নি। এইবছর প্রথম থেকে ভালো বৃষ্টির ফলে ফলন ভালই হয়েছিল। ধানের শিষও বেরিয়েছিল কিন্তু অতিবৃষ্টির ফলে ধান পাকার সময় শোষক পোকার আক্রমণে আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই মৌজার প্রায় সমস্ত জমি শোষক পোকায় আক্রান্ত। সাগর ঘোষ বলেন, আমি ১৪ বিঘা জমিতে আমন চাষ করেছি। এখন ধান ঘরে তোলার কথা কিন্তু দিন ১৫ হল মাঠে গিয়ে দেখি সব ধান

শোষক পোকায় সব নষ্ট করে দিয়েছে। ধানের গাছ মরে গিয়েছে। ধান যে কাটবো কিন্তু মাঠে চন্দ্রবোড়া সাপের উপদ্রবে কেউ ধান কাটতে চাইছে না। অনেকে গাড়ি দিয়ে ধান কাটছে কিন্তু খরচ বেশি ও অনেক ধানও নষ্ট হবে। অশোক বাগদি বলেন, ১০ বিঘা জমি ভাগে করেছি। সমস্ত জমির ধান পোকায় নষ্ট করে দিয়ে ধান গাছ মরে গিয়েছে। সমস্ত জমির একই অবস্থা। সাপের ভয়ে মাঠে যেতে ভয় লাগছে। আমরা এই বিষয়ে ব্লকে অভিযোগ জানাবো যাহাতে এলাকার পরিদর্শন করে আমাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তা নাহলে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হব।

এখন অনেকেই কাঁচা ধান কাটছে। স্থানীয় আড়তে ১৫০০ কুইন্ট্যাল দরে লোকসান করে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। ব্লক কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এইবছর প্রবল বর্ষণের ফলে শোষক পোকার আক্রমণ বেশি। খয়রাশোল ব্লকের গণ আন্দোলনের নেতা অঙ্গদ বাউরি বলেন, খয়রাশোল ব্লক বৃষ্টি নির্ভর এলাকা। গত ৩ বছর ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় ধান হয়নি। কৃষকরা এইবছর অনেক আশা ছিল যে ভালো বৃষ্টির ফলে ধান ভালই হবে কিন্তু এখন সারা খয়রোশোল ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতের মাঠে ব্যাপকভাবে শোষক পোকার আক্রমণে চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হবে। অবিলম্বে সারা ভারত কৃষকসভা পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই, হালসোত, দেবীপুর, লোবা, দৌলতপুর, পণ্ডিতপুর, জোপলাই, হেতমপুর সহ একাধিক গ্রামের চাষীদের মাথায় হাত। ধানক্ষেত পরিদর্শন করে দুবরাজপুর ও খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে এবং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে উপযুক্ত সাহায্যের জন্য আবেদন জানান স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা।

বিজেপির স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : ১১ নভেম্বর দুবরাজপুর শহর মণ্ডলের উদ্যোগে ৭ দফা দাবিতে দুবরাজপুর পৌরসভায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল- শহরের প্রধান বেহাল রাস্তাগুলি নির্মাণ করা, শহরের আবর্জনার স্তূপ নিয়মিত পরিষ্কার করা, শহরে বেহাল পথবাতিগুলি দ্রুত মেরামত করা, পুকুর ভরাট করে নির্মাণ কার্য বন্ধ করা, পিএমএওয়াই আরবান প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের পাকা ঘর দিতে হবে ইত্যাদি। এই কর্মসূচিতে দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, জেলার দুই সম্পাদক সুখময় গড়াঁই ও রথীলাল সিংহ, জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি মোতাহার খান, ৬টি মণ্ডলের সভাপতি সহ ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিল।

'শস্যগোলা'য় ক্ষতিগ্রস্ত আমন, সহায়তা কৃষকদের

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : ধান চাষের কথা উঠলেই সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ক্ষেতের মনভোলানো ছবি। জেলার ৪ টি মহকুমা এলাকাতেই ব্যাপকভাবে আমন ধানের চাষ হয়। একইসঙ্গে গোবিন্দভোগ ধানচাষের ক্ষেত্রেও এই জেলার নাম কার্যত প্রথম সারিতেই। এবারেও যার অন্যথা হয়নি। কিন্তু, এবারে অতিবর্ষণ সহ কীটপোকার আক্রমণের কারণে রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে আমন চাষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সম্প্রতি জুলাই-আগস্ট মাসজুড়ে অতিবর্ষণজনিত কারণে জেলার বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আমন ধান চাষে। জলপ্লাবনের কারণে বর্ধমানে ১৩টি ব্লকের ৫৩টি পঞ্চায়েত, ১টি পুরসভা সহ মোট ২০৫টি মৌজায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ২১০ হেক্টর বীজতলা। সেইসঙ্গে ৩,৯৫৩ হেক্টর রোপণ করা আমন ধান সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রায়না ১ এবং ২ নং ব্লক, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, কেতুগ্রাম ১ নং

ব্লক প্রভৃতি সবমিলিয়ে জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত আমন চাষির সংখ্যা ১২০৩৬জন। এই সকল কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবের জন্য রাজ্য সরকার একাধিক সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জেলা কৃষি দপ্তর। কৃষকদের হাতে ১,৩৭,২৭০ আঁটি উন্নত প্রজাতির ধানচারা সরবরাহ করা হয়েছে। যা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ৩২,৬৮৩ একর অর্থাৎ ১৩০.৭৩ হেক্টর জমিতে পুনরায় চাষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। এবাবদ রাজ্য সরকারে খরচ হয়েছে ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। এছাড়াও আমন চাষ পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে মোট ৪৪৫০ প্যাকেট উন্নত প্রজাতির সরিষা বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এখানকার ক্ষতিগ্রস্ত চাষের তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার সহ বিভিন্ন এলাকার বিধায়কগণ। তবে, এবারে আমন ধান চাষ যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা চাষিদের পক্ষে সহজতর হবে না বলেই বিভিন্ন মহলের অভিমত।

গড়িয়া-বোড়াল রাস্তা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, : গড়িয়া-বোড়াল মেন রোড কলকাতা পৌরসংস্থা ও রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই রাস্তাটির অধিকাংশ জায়গা খানাখন্দে ভরা। রাস্তাটিতে কোনও ফুটপাথ নেই। এই অবস্থা সামলাতে আপাতত বোড়াল মেন রোডের ১.০৭ কিলোমিটার পূর্ণ সংস্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। একই সঙ্গে গড়িয়াহাটের বাজার মোড় থেকে টিবি হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার প্রায় ২০০ মিটার অংশ কংক্রিটের পেভার ব্লক বসানো হবে, যাতে ওই অংশটি টেকসই হয়। রাস্তাটি মেরামত করতে প্রায় ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই রাস্তাটি গড়িয়া মোড় থেকে বোড়াল হয়ে বনহুগলি পর্যন্ত গিয়েছে। গড়িয়া থেকে বোড়ালমুখী হলে এই রাস্তার ডানদিকে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার ১১১ নম্বর ওয়ার্ড। বামদিকে রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড। কলকাতা পৌরসংস্থার সীমানা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে একটি সাইনবোর্ড বসিয়ে লিখে দেওয়া হবে রাস্তার এই অংশ পর্যন্ত মেরামতের দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। আপাতত ততটুকু রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও নতুন ফুটপাথ তৈরি হবে। রাস্তার দু"ধারে রেলিং বসবে। রাস্তাটি ২০ ফুট চওড়া করা হবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৪ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর – ২১ নভেম্বর, ২০২৫

শীতে দূষণের সন্ধ্যা

দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে শীতের শীতলতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের অনুমান এবারের শীত দীর্ঘ হতে চলেছে। দীর্ঘ হতে চলেছে ফুটপাতবাসি ছিন্নমূল গরিব মানুষের দুর্ভোগ। শীত বস্ত্রের অপ্রতুলতা,গরিব মানুষের নিত্য অভাব এবং রাজনৈতিক এবং কিছু সমাজসেবী মানুষের ঐকান্তিক মহানুভবতা, ঋতু পরিবর্তনের দৈনন্দিনতার মতোই আবর্তনশীল প্রতি শীতের রোজনামচা।

শহরের বহুতলে কিংবা পাকা বাড়ির ছাদের তলায় যারা থাকেন তাদের অনেকের কাছে শীতকাল হয়ে ওঠে আমেজ ও আরামের। কিছু সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিক গণ মাধ্যমে শীতকালকে যেভাবে অতি আনন্দের সঙ্গে আহ্বান এবং আরামদায়ক ফুর্তির কাল হিসেবে জনমানসে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বাস্তবে চিত্রটা ঠিক অতটা আরামদায়ক নয়। বাংলার বাড়ির জোযনায় সবাই যে বাড়ির মালিক হতে পেরেছেন এমনটা নয়। শুধু গ্রাম বাংলা নয়, শহরেও বহু মানুষকে অনেকটা সময় খোলা আকাশের নিচে কাটাতে হয়।

শীতকালে দূষণের মাত্রা বায়ুতে অনেক বেড়ে যায়। শুধু ধুলো নয়, কুয়াশার সাথে মিশে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। যানবাহনের ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া বাতাসে মিশে থাকে। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বায়ু দূষণের পরিস্থিতি আরো বেড়ে যায় যখন দেখা যায় রাস্তাঘাটে, ফুটপাতে কিংবা পাড়ার মোড়ে টায়ার কিংবা কাঠকুটো জ্বালিয়ে উত্তাপ পেতে জড়ো হয় বহু মানুষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুটপাত বাসী মানুষেরা বর্তমান শীতের সন্ধ্যায় এই উত্তাপটুকু পেতে জড়ো হয়। টায়ারের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া শুধু তাদেরকে নয় পরিবেশে মিশিয়ে দেয় বিষাক্ত ছোঁয়া। শৈশব, কৈশোর এমনকি বয়স্ক মানুষদেরও ফুসফুসকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষজন নেই কিন্তু টায়ার দাউ দাউ করে জ্বলছে পথের ধারে। বিভিন্ন জেলার বড় বড় সড়কের ধারে পড়ে থাকা ডাস্টবিনের ময়লায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার রেওয়াজ নতুন নয়। কিন্তু এই অভ্যাস শীতকালে আরও পরিবেশের দূষণকে বাড়িয়ে দেয়। বায়ু দূষণের করুণ পরিণতি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাতে বহুবার দেখা গেছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলিকে এই শীতের মরশুমে আরো কিছু কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে এগোতে হবে। বৃক্ষনিধন,জলাজমি ভরাট করে বহু তল নির্মাণ এর দৃশ্য নতুন নয়। একদিকে বিসর্জন নিয়ে কড়াকড়ি অন্যদিকে প্রশাসনের নাকের ডগায় পরিবেশ দূষণের যাবতীয় অস্বাস্থ্যকর কর্মকাণ্ড নাগরিক স্বাস্থ্যকে জ্ঞানে অজ্ঞানে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিগত দেওয়ালিতে তুলনামূলকভাবে বায়ু দূষণ কম হলেও বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিয়ে বাড়ি, উৎসব–অনুষ্ঠানে, খেলার জয় পরাজয়ে বিকট শব্দে বাজি পোড়ানোর উল্লাস। শীতের এই আবহাওয়ায় উত্তাপের সন্ধানে মানুষের তৈরি দূষণ পিপিলিকার মতো মানুষের জীবন শেষ করে না দেয় সে ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রয়াস আজ অপরিহার্য।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

ফুল ও তার গন্ধের মত মন ও কার্য্যও অভিন্ন। দৃঢ় অভ্যাসে মন যে ভাব গ্রহণ করে, তারই অনুসরণেই সে স্পন্দিত হয়, এবং কর্ম বিস্তারিত হয়। কর্মফল আস্বাদ করতে করতে মন তাতেই বদ্ধ হয়ে পড়ে। মনের বাসনা অনুসারে ভাব প্রকাশ পায়, মন সেই ভাবকে বস্তু বলে ধারণা করে। মন সেই ভাবকে সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা করে। তাই মন যদি মুক্তির জন্য যত্নবান হয়, তবে সে তা লাভ করতে পারে। জগতে যত অধ্যাত্মবাদ আছে, মনই হল সেই সেই বিদ্যার আকর। নিম, মধু তিক্ত বা মিষ্টি হয় না; মন যে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, সে তেমন স্বাদই আস্বাদন করে। সুতরাং মনকে পরম আনন্দ ও অকৃত্রিম সত্য বস্তুতে সযত্নে নিয়োজিত করাই উচিত। মোহজনক ও বন্ধনরচয়িতা দৃশ্যকে ভাবনা করা একান্ত অনুচিত। দৃশ্যই হল অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া। তার ভাবনা করাই ভয়ঙ্কর সংসার উৎপত্তির মূল। এহেন মায়ার সাথে আত্মচৈতন্যের সম্পর্ক স্থাপনই কর্ম, এবং কর্ম বন্ধন সৃষ্টি করে। মোহজনক মনই হল দৃশ্য। দৃশ্যের সাথে জ্ঞানের তন্ময়তাকে অবিদ্যা বলে। অবিদ্যায় আক্রান্ত হলে মঙ্গল লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। আবার অবিদ্যা সঙ্কল্প থেকে জন্ম নেয়। সুতরাং সংকল্প পরিত্যাগ করলে অবিদ্যাও বিদূরিত হয়। তারপর শ্রবণ–মনন–সমাধি ইত্যাদি যোগানুশীলনে দৃঢ় হলে আমিই সেই আত্মা এই বোধ উদিত হয়। তখন সর্ব বস্তু বা বিষয়ে স্থিরভাবে অবস্থান সম্ভব হয়। সত্যজ্ঞান উদিত হলে মিথ্যাজ্ঞান থাকে না। এইভাবে নির্বিকল্প ও চিন্ময় আত্মার অপরোক্ষ উপলব্ধি পেয়ে মানুষ কৃতকৃত্য হয়। আত্মা সত্তাবান বা অসত্তাবান কিছুই নন, তিনি কৈবল্যস্বরূপ। দেহাদিতে আত্মবোধ মহা অনর্থজনক। আত্মা হলেন বিশুদ্ধ, বাসনাহীন, নির্গুণ ও নির্মল। অথচ সেই আত্মাতে বন্ধন, শুধু কল্পনামাত্র। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মভিন্ন যা কিছু সত্ত্বা, তা সবই অসত্য। একই আকাশ দিনে ও রাতে ভিন্নবর্ণ হয়, ব্রহ্মও বিভিন্ন ভাবে ভাবিত হলে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়। মানুষের যত দৈন্য–বৈভব প্রকাশিত হয়ে দুঃখ–সুখে বন্ধ করে, তা তত্ত্বজ্ঞানে অসত্য বলেই প্রতিপন্ন হয়। এমনকি একই নারীকে স্ত্রী–জননী–কন্যা ইত্যাদি যেমন যেমন ভাবে কল্পনা করা হয়, নারী তেমন ভাবেই ভাবসম্পন্না হয়। জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ভাবাতীত হন, তাই তিনি কোন ভাব বা দর্শনে সম্পৃক্ত হন না। বস্তুতঃ পদার্থসমূহ সত্য নয়, অসত্যও নয়। শুধু ভাবনা বলেই পদার্থ সত্য বা মিথ্যারূপে প্রতীত হয়। সুতরাং হে রাম! তুমি যা দর্শন করছ, তা তোমার মনের সঙ্কল্প ছাড়া কিছু নয়। সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক"রে তুমি পরম আনন্দে ডুবে যাও। আয়না জড়, তাই তাতে দৃশ্যের প্রতিবিম্ব রোধ করার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু তুমি প্রাজ্ঞ পুরুষ হয়ে কল্পনার প্রতিবিম্ব রোধ করতে পারবে না কেন? তোমার আত্মায় যে জগতের প্রতিবিম্ব পতিত হয়ে চলেছে, তাকে তুমি অসত্যজ্ঞানে পরিত্যাগ ক"র, সেই ভাবের জালে নিজেকে লিপ্ত ক"রে বদ্ধ হয়ো না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এবার ট্রেনেই কেদারনাথ?

ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত ট্র্যাক স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ, আপনি দিল্লি থেকে সরাসরি কর্ণপ্রয়াগ যেতে পারবেন

অনু–ফ্যাক্টর@বাংলার শাসক

প্রণব গুহ

অনুপ্রবেশ, অনুপ্রবেশ, অনুপ্রবেশ। ভারতে বহু চর্চিত এই শব্দটি আমদানি করা হয়েছে স্বাধীনতার বিনিময়ে। নিজের ভুখন্ডকে ধর্মের ভিত্তিতে খন্ড খন্ড করে নিজের দেশের মানুষকেই অনুপ্রবেশকারী বানিয়ে দিয়েছেন স্বাধীন ভারতের মহান কান্ডারীরা। আর ভারতে সংখ্যার গণতন্ত্র কায়েম হতেই এই অনুপ্রবেশকারীরা হয়ে উঠেছে গণতন্ত্রের সম্পদ, ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার। ফলে যারা শাসক হবে এদের রক্ষা করা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসাবে গন্য হয়েছে। যে সব ভূমিতে এই সম্পদের খনি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আমাদের বঙ্গভূমি বা আজকের পশ্চিমবঙ্গ।

অনুপ্রবেশ আবার দু রকম। কেউ সংখ্যাগুরুদের ধর্মীয় অত্যাচার থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসছে শরণার্থী হয়ে। আবার কেউ আসছে সংখ্যা বাড়িয়ে দখলের এবং জঙ্গীপনার মতলবে। অথচ ভারতে ঢুকে সকলেই হয়ে যাচ্ছে ভোটের সম্পদ। এদের সমর্থন পেতে মরিয়া রাজনৈতিক নেতারা। পয়সা কড়ি দিয়ে পরিচয়পত্র বানিয়ে দিতেই বাংলায় শাসক এদের, এরা শাসকের। একে কাজে লাগিয়ে এপার–ওপারে অনুপ্রবেশ ঘিরে সীমান্ত এলাকায় চলছে বিপুল লেনদেন। বাংলার বর্তমান শাসক এখন অনুপ্রবেশের দাবী অস্বীকার করলেও যখন বিরোধী ছিল তখন আকাশ বাতাস কাঁপাতো অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। আবার তখনকার যারা শাসক তারা আমল দিতো না অনুপ্রবেশের দাবীকে। সমর্থনের জোর এদের পক্ষে ক্রমশ যেভাবে বাড়ছে অনুপ্রবেশকারীরাই হয়ত একদিন একটা দল গড়ে ক্ষমতার জন্য লড়বে। হয়তো এদেশের দলগুলো তাদের সঙ্গে জোট করতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না।

বাংলায় অনুপ্রবেশ নতুন নয়। দেশ ভাগের পর কাতারে কাতারে ভিটে ছাড়া মানুষ ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে এদেশে এসেছে, ভারতবাসী হয়ে নিজেদের প্রাণে বাঁচিয়েছে। সে অনুপ্রবেশ ছিল অবশ্যম্ভাবি। ক্ষমতাশালী নেতাদের দান। একই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ জন্ম নেবার সময়েও। সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা বুঝেছিল ওদেশে আর থাকা যাবে না। বহু মানুষ সম্মানটুকু নিয়ে বাঁচতে চলে এসেছিলো এপারে। কারণ তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের মাতৃভুমি ভারতই একমাত্র স্বাভাবিক গন্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল এর সঙ্গে যারা নিজেদের ভুখন্ড থাকা সত্ত্বেও একই চেহারা ও ভাষার সুযোগ নিয়ে এদেশের মাটিতে ভাগ বসাতে এবং ভারত বিরোধী জঙ্গী কাজকর্ম চালাতে অবৈধ উপায়ে চলে এলো তারাও পেল শাসকের মদত। ফলে প্রকৃত ভারতবাসীর জন্য টান পড়লো রুটি রুজিতে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে থাকলো অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরাও। আর ধার করে হলেও সব শাসক দল নির্বিবাদে এদের তা দিতে থাকলো শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকা নিশ্চিত করতে। বঙ্গবাসীর এ এক চরম ট্র্যাজেডি।

পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করলো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ পাস হওয়ার পর।

এই সংশোধনীতে পরিষ্কার করে দেওয়া হল নাগরিকত্বের সংজ্ঞা। বলে দেওয়া হল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ভারতে পালিয়ে এলে শরণার্থী হিসাবে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আর যেসব মুসলিমরা অবৈধ ভাবে এদেশে ঢুকবে তাদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো হবে। তার আগে রাখা হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। আসলে এই আইনের বীজ তৈরী হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের গর্ভে। এবার বহুদিন পর চালু হয়েছে ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর যার মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতেই বাংলার শাসক লাফালাফি শুরু করেছে। চাইছে আগামী বিধানসভা ভোটের আগে যেন এই চিহ্নিতকরণ না হয়। পাশাপাশি বাংলার বিরোধী দল বিজেপি এসআইআর করাতে মরিয়া। তাদের দাবী দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এই অবৈধ ও ভুয়ো ভোটেই জিতে এসেছে এ রাজ্যের শাসক দল। তাই শাসকের বাড়া ভাতে ছাই দিতে তারা পণ করে নেমেছে এসআইআর–এর পক্ষে। এখন প্রশ্ন, বাতিল হওয়া অবৈধ ও ভুয়ো ভোটার কি সত্যি নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। নির্বাচনের পর বিহার উত্তর দিচ্ছে, হ্যা। এসআইআর তালিকার ভোটে এবার রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়েছে বিহারে। আশা কড়া হচ্ছে এবার যে সরকার গঠিত হতে চলেছে তা হবে একটি স্বচ্ছ নির্বাচন তালিকার ফসল।

বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হতেই কিছু মহল্লা, সীমান্তের গ্রামে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, পালানোর যেমন হিড়িক পড়েছে তা এ রাজ্যে অনুপ্রবেশের তত্বকেই জোরালো করে তুলছে। এখানেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বেআব্রু হয়ে পড়ছে বাংলার অতীত ও বর্তমান শাসক। ফলে যারা এতদিন ঢাকা চাপা দিয়ে অনুপ্রবেশ আড়াল করেছে তারাই এখন এসআইআর বন্ধের দাবিদার। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে আদালতেও গিয়েছে তারা। অথচ প্রকল্পের খরচ কমাতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে এসআইআর করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ভারত সরকার।

এবার প্রশ্ন হল বিজেপি সরকারের মেয়াদ ১১ বছর পেরিয়ে গেলেও এত দেরিতে এসআইআর কেন। জনগণনাতেই বা এত দেরি কেন। আসলে সরকার কোভিড ভ্যাকসিন দিয়ে জনগননার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে নিয়েছে। এর পর এসআইআর হচ্ছে সেমিফাইনাল। ২০২৭–এ আসছে জনগণনার ফাইনাল। সর্বোপরি এই প্রথম খসড়া তালিকায় বাদ যাওয়া নামের তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন যাতে উল্লেখ করা থাকবে বাতিলের কারণ। ৯ ডিসেম্বর সেই তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। ফলে কত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তালিকায় ছিল তাও পরিষ্কার হয়ে যাবে মাস খানেকের মধ্যে। তবে অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ করে চেঁচালেই তো আর হবে না। কোন পথে, কাদের মদতে অনুপ্রবেশ ঘটছে তা খুঁজে বার করার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য দু সরকারেই। এর জন্য দরকার ইচ্ছাশক্তির, ভোট বাড়াবার সংখ্যাতত্বের নয়।

দেশ দেশান্তরে

যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম সরকারি অচলাবস্থার অবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১২ নভেম্বর আইন স্বাক্ষর করে দেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম ৪৩ দিনের সরকারি অচলাবস্থার অবসান ঘটালেন। এর মাধ্যমে কয়েক লক্ষ ফেডারেল কর্মচারী আবার কাজে ফিরতে পারবেন এবং বিপর্যস্ত বিমান চলাচল ও খাদ্য সহায়তা ব্যবস্থাও পুনরায় চালু হবে।

রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি ২২২–২০৯ ভোটে পাস হয়। সিনেটে অনুমোদনের পর ট্রাম্প বিলটিতে স্বাক্ষর করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমরা কখনোই আবার এমন পরিস্থিতি হতে দিতে পারি না। এটি কোনো দেশের চালানোর উপায় নয়।’

চুক্তিটি আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের অর্থায়ন নিশ্চিত করবে। অর্থনীতিবিদদের হিসাবে, অচলাবস্থার কারণে মার্কিন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ০.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যদিও আগামী মাসগুলোতে তা আংশিকভাবে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। অচলাবস্থা শেষ হওয়ায় থ্যাঙ্কস গিভিং ছুটির আগে বিমান চলাচল ব্যবস্থার স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, খাদ্য সহায়তা পুনরায় চালু হওয়ায় লক্ষ লক্ষ আমেরিকান পরিবারের বাজেটে স্বস্তি ফিরবে। তবে কিছু সরকারি পরিসংখ্যান, যেমন অক্টোবর মাসের চাকরি ও ভোক্তা মূল্যসূচক প্রতিবেদন, আর প্রকাশ নাও হতে পারে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

অচলাবস্থা ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলই সমালোচনার মুখে পড়েছে। জরিপে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ আমেরিকান রিপাবলিকানদের এবং ৪৭ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের দায়ি করেছেন। ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মিকি শেরিল বিলটির বিরোধিতা করে বলেন, ‘এই পরিষদকে এমন প্রশাসনের হাতিয়ার হতে দেবেন না, যারা শিশুদের খাবার ও নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা কেড়ে নিচ্ছে।’

চুক্তির আওতায়, ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হামলা তদন্তে ফোন রেকর্ড জব্দ সংক্রান্ত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগে আটজন রিপাবলিকান সিনেটর ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবেন। ভবিষ্যতে কোনো সিনেটরের ফোন রেকর্ড গোপনে সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই অচলাবস্থা সরকার পরিচালনার সক্ষমতা ও দুই দলের সম্পর্ক নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভাষায়, ‘দেশ চালানোর এটাই শিক্ষা–রাগ নয়, দায়িত্বই হওয়া উচিত নীতি।’

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জঃ সাতে সাত নাকি অনিশ্চিত ভেল্কি!

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল।
এবার তৃতীয় কিস্তি...

মুখ্যমন্ত্রীর শ্যেন চোখের আদুরে ভোটপাখি উত্তরকন্যা এবারে আক্ষরিক অর্থেই অবিন্যস্ত ও বিধ্বস্ত। তার উপরে বড্ড না পোষ মানা স্বভাব আর যায় কোথায়?

তাই শাসক দলের সুপ্রিমোর কড়া নির্দেশ, নিজেদের গোষ্ঠীবাজি আপাতত শিকেয় তুলে নেমে পরো নিবিড় জনসংযোগে। সামনের ছাব্বিশে বিধানসভা ভোট রে বাবা। মানুষের মন না জিততে পারলে পার্টিটাই তো উঠে যাবে যে। তখন, না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশরি। কথায় বলে না, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই দলাদলি ছেড়ে সোজা এখনই মাঠে নেমে পড়ুন। মানুষের কাছে যান। বারংবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই রক্ষণশীল বার্তা দিয়ে চলেছেন নাগাড়ে। যদিও প্রকাশ্যে তাঁর চেনা জানা রণংদেহী ইমেজ আরও পালিশ করে তিনি ক্রমেই সুর চড়াচ্ছেন এসআইআর ও বিজেপির বিরুদ্ধে। তথাপি তিনি বিলক্ষণ সমঝে গেছেন, চলতি সময়ে তাঁর এই যাদুটোনা ঘরাণার জেরে আর খুব একটা চিড়ে ভিজবে না তিস্তার জলে। তার উপর আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মত সাম্প্রতিক কালের প্রবল বন্যায়, পাহাড় ধসে, নদী ভাঙ্গনে উত্তরবঙ্গবাসীরা বেজায় ক্ষুব্ধ প্রশাসনের ভূমিকায়। পর্যাপ্ত ত্রাণের নামে ভুড়ি ভুড়ি বেনিয়মের অভিযোগে। সুতরাং ভোটের আগে জনমনক্ষতে যে জনঔষধি স্বরূপ ইমিডিয়েট ড্যামেজ কন্ট্রোল ভীষণ রকমের অবশ্যই, তা পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আগাম অনুমান করতে পারাটা মোটেও অসুবিধার হয়নি। কালক্ষেপ না করে তিনি তাই নিজের দলকে উত্তরবঙ্গ জুড়ে দুয়ারে দুয়ারে জান কবুল করে হত্যে দেবার সর্বশেষ নিদানও দিয়ে রেখেছেন।

দেশের সাংবিধানিক দস্তুর হিসেবে, এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ঘণ্ট জারি হওয়ার কথা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে। আপাতত কোনও সাংবিধানিক সংকট যদি তৈরি না হয়, তবেই। সে না আইন কানুনের বিষয়। কিন্তু তাই বলে শীতঘুম কাটিয়েই উঠতে পারছে না এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধ তাঁবুর অলস নেতা–কর্তারা। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তো আপাতত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পার্টি রুম থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়েই গণ আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে রাখতে বেশি উৎসাহী। দলের অভ্যন্তরীণ লবিবাজিতেই তো উত্তরবঙ্গের বিজেপি বর্তমানে অসংখ্য ধারায় বিভক্ত। সবে মিলি করি কাজ, তাদের শারীরিক ল্যাঙ্গুয়েজে এখন তো এই তত্ত্ব ফসিলের সাক্ষী।

সেই কবে রাম রাজা হবে, এমন কায়া–ছায়া আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বিজেপি এখনও গ্রীণরুম কালচারে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিতেই ব্যস্ত। উত্তরবঙ্গের দিকে দিগন্তে দলগত কর্মসূচি প্রণয়নে তাদের সেই উদ্দীপনায় কেমন যেন কর্পূর কর্পূর গন্ধ। ভাবখানা এমন, আরে এতো উত্তরবঙ্গ না? ওটাতো আমাদের একেবারে নিজস্ব পেটেন্ট ভোটব্যাঙ্ক। উত্তরবঙ্গে তো এবারও পদ্মফুল ফুটবেই, সাম্প্রতিক অতীতের এমন সহায়ক পরিসংখ্যানগত আত্মবিশ্বাস বিজেপির বুমেরাং না হয়ে যায় শেষমেষ। ভোটের বাস্তব ময়দানে বিজেপি যেন ভুলে না যায়, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এ যাত্রাতেও থাকছেন একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি একাই বিপক্ষের যাবতীয় নির্বাচনী হিসেব নিকেষ ওলোটপালট করে দিতে ভারত বিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুখোড় ওস্তাদ। যিনি এখনও ব্যক্তিগত ক্যারিশমার রাজনৈতিক খোলা মাঠে এই রাজ্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোট কুশলী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। যদিও বহুবিধ বিতর্ক তাঁর পিছনে তাড়া করে বেড়ায় অহরহ, তাঁর সততার সাদা শাড়ির ইমেজেও লেগে গেছে দুর্নীতির তাবড় তাবড় কালো ছোপ। তবু মমতা মানে মমতা। যো জিতা ওহি সিকান্দার। এটাই হলো বাংলার নির্বাচনী মাটিতে আসলি মমতা ব্র্যান্ড। কি তাই তো জড়তায় জর্জরিত বিরোধী নেতৃবৃন্দগণ?

হে কমুণ্ডল বাহিনী, নিজের আখের গোছাতে এখনই ওঠো, জাগো। মনে রাখিও, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের এ যাবৎ সবচেয়ে ব্যর্থ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও অনেকেই প্রকাশ্যে দাগিয়ে দেন তাঁকে। তবু তাঁর নাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নামের তুল্য ধার বা ভার সাম্প্রতিক রাজ্য রাজনীতিতে আর দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক নেতার নেই। এই প্রখর সত্যটা বাংলার সবাইকে একবাক্যে মানতেই হবে, সে আপনি যে দলেরই সমর্থক হোন না কেন! আর এই মিথটাই তো আগামী ভোট যুদ্ধে তৃণমূলের কালো ঘোড়ার নিশ্চিত বাজি হয়ে উঠেছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গেও মমতা ফ্যাক্টর কিন্তু এখনও ইন্দ্রজালের মতোই সমান প্রাসঙ্গিক।

উত্তরবঙ্গের ভোটের তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করতে গেলে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রকে কার্যত এড়িয়ে যাওয়াটা একপ্রকার অসম্ভব। এই কেন্দ্রের মধ্যে যথারীতি রয়েছে ৭ টি বিধানসভা। এই আসনগুলোর নাম ইটাহার, কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর, বালুরঘাট, তপন ও গঙ্গারামপুর। বামফ্রন্টের আরএসপি এই কেন্দ্র থেকে পরপর দশবার দিল্লি পাড়ি

দিয়েছিল ১৯৭৭ সাল থেকে। তার আগে এই লোকসভা আসনটি ছিল কংগ্রেসের দখলে। আবার পুনরায় এখানে পালা বদল ঘটে যায় ২০১৪ সালে। সেবার আরএসপি হেরে যায় তৃণমুলের কাছে। তবে এই লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলও বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। পরবর্তী পরপর দুটি ভোটে অর্থাৎ ২০১৯ ও ২০২৪ সালে বিজেপি জয় কার্যত ছিনিয়ে নেয় তৃণমূলের কাছ থেকে।

সর্বশেষ যে লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ সালে বালুরঘাট আসনে আয়োজিত হয়েছিল তাতে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হয়েছিল অনেকটা কাঁটে কা টক্করের মতো। সেখানে গেরুয়া আবীর আকাশে উড়েছিল মাত্র ১০,৩৮৬টি ভোট বেশি পাওয়ার সুবাদে। ওই অঞ্চলের মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫,৬১,৯৬৬ জন। তার মধ্যে বিজেপি সমর্থন পায় ৫,৭৪,৯৯৬ জনের। সুতরাং ৪৬.৪৭% মানুষের রায় ছিল পদ্মফুলের দিকে। সেক্ষেত্রে ৫,৬৪,৬১০টি ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। যা শতকরা হিসেবে ৪৫.৬৩% ভোটদাতা ঝুঁকে ছিলেন ঘাসফুলের টানে। লোকসভার ভোটে বর্তমানে বিজেপির দাপট অক্ষুন্ন থাকলে কি হবে, ২০২১"এর বিধানসভা নির্বাচনে এখানকার সাতটি আসনের মধ্যে চারটি কেন্দ্রই চলে যায় নীল সাদা বাড়ির অতিথি হয়ে। কয়েকটি তথ্য পর্যালোচনা করলেই সহজেই বোঝা যায় তৃণমূল কিভাবে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের পরাজয়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। একুশের ভোটে এখানকার সাতটি বিধানসভায় গড় ভোট পড়েছিল ৮৭%। ইটাহার আসনটি তৃণমূল পেয়ে যায় ৪৩,৯৭৫টি ভোটের ফারাকে। আবার কুশমন্ডি কেন্দ্র ১২,৫৮৪টি ভোটের ব্যবধানে জয় পায় তৃণমূল। ওই একই দল কুমারগঞ্জ এলাকায় ২৯,৩৬৭টি ভোটের পার্থক্য গড়ে জয় পেয়েছিল। হরিরামপুরেও একই ফলাফল তৃণমূলের পক্ষে যায় ২২,৬৭২ জনের অতিরিক্ত ভোট প্রাপ্তিতে। তবে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে একেবারে উল্টো ফলাফল লক্ষণীয়। এই আসনে বিজেপি জয়ের মুখ দেখে ১৩,৪৩৬ ভোটে এগিয়ে থেকে। তপনেও বিজেপির জয় অব্যাহত থাকে মাত্র ১,৬৫০টি ভোট প্রভেদে। আর ৪,৫৯২টি মানুষের অধিক আশীর্বাদ পেয়ে যাওয়ায় গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে বিজেপির চওড়া হাসি দেখা যায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর।

এ হেন পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরমহলের বর্তমান অঙ্ক হল, যেনতেন প্রকারেণ এই সাতটি আসন থেকে কমসে কম পাঁচটি জায়গার দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে নিয়ে আশা। আর বিপক্ষ শিবির যে এখনও গালে হাত দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকছে, একবার এসআইআর–এর ছাকনিতে ভোটার তালিকা নতুন ভাবে প্রকাশিত হোক, তারপর না হয় দেখে নেবে সাতে সাত কি করে পেতে হয়।

বালুরঘাটের লোকসভা এলাকার বিজেপি ও তৃণমূলের তুমুল দ্বৈরথের মতো রায়গঞ্জ লোকসভার অন্দরের যুযুধান দুই পক্ষের চোরাস্রোত কিন্তু এখনই বইতে শুরু করেছে। রায়গঞ্জ লোকসভা আসন ঘিরে রয়ে গেছে ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ সাতটি বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্র।

এখানে পরপর শেষ চারবারের লোকসভা নির্বাচন পরখ করলে অবশ্যই নজরে আসবে, এখানকার ভোটাররা কিন্তু খুব একটা কমিটেড নয় কোনও দলের সপক্ষে। তাঁরা বারবার পালা বদল ঘটিয়ে ছেড়েছে নানান রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। ২০০৯ সালে এখান থেকে এখনও পর্যন্ত শেষবারের মতো জয় পেয়ে যায় কংগ্রেস। যদিও এর আগে দুইবার এই আসন থেকে সাংসদ হয়েছিল কংগ্রেসেরই প্রার্থী। সিপিএম আবার ২০১৪ সালে সমস্ত বিরোধী দলের থেকে এগিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে ছিল দিল্লি গিয়ে। ২০১৯ সালে অবশ্য এই কেন্দ্রে বিজেপি জিতেছিল ৬০ হাজার ৫৭৪টি ভোটে। এই আসনে ফের ২০২৪ সালে ৬৮,১৯৭টি অধিক ভোট জুটিয়ে পুনরায় জয় হাসিল করে পদ্মশিবির।

তবে মজার বিষয় হলো, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে থেকে যাওয়া উক্ত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২০১৯ সালের লোকসভা বিজেপি চারটি আসনে এগিয়ে ছিল। কিন্তু ২০২১–এর নবান্ন দখলের পাঞ্জা লড়াইয়ে বিজেপির ভোটে ব্যাপক ধস নামে। সেই সময় বিজেপি হেরে যায় পাঁচটি সিটে তৃণমূলের কাছে। আবার চব্বিশের সংসদীয় নির্বাচনে বিজেপি জয়ের জন্য ফের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে যায় তৃণমূল বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে। ৬৮,১৯৭টি বেশি ভোট করায়ত্ব করে। যা উনিশের জয়ের ব্যবধানকেও ছাপিয়ে যায় পদ্মফুলের ডালি। সত্যি কি অদ্ভুত ডিংডন অনিশ্চিত চরিত্র এই এলাকার ভোটারদের মধ্যে। যা প্রকৃতই বাংলার সাম্প্রতিক কালের রাজনীতিতে যথেষ্টই ইঙ্গিতবাহী দৃষ্টান্ত।

তথ্যগত বিষয় তলিয়ে দেখলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার সত্যি বিস্ময়কর। যেখানে ঠিক আগে ও পরের দুটি পার্লামেন্ট নির্বাচন কব্জার প্রেস্টিজ ফাইটে ঘাসফুল একেবারে নুয়ে পড়ে পদ্মফুলের মরশুমী দাপটে। এমনই পরিস্থিতির জোড়া বিপর্যয়ের মধ্যেও গত বিধানসভা ভোটে ইসলামপুর আসনে তৃণমুলের জয়ের মার্জিন ছিল ৩৭,৪৪০ ভোটের। গোয়ালপোখরেও তৃণমূল বিজেপিকে Sহারিয়ে দেয় ৭৩,৫১৪ ভোটে। যা বিধানসভা ভোটের নিরিখে বলা যেতেই পারে গো হারানো হারিয়ে দেওয়া। ৩৩,৮৩৭ ভোট কম পেয়ে চাকুলিয়া আসনে বিজেপির কোমর ভেঙ্গে গেলে তৃণমূল বিজয়ী হয় স্বাভাবিক ভাবে। করণদিঘি কেন্দ্রে ঘাসফুলের লিড ছিল ৩৬,৬২৬ ভোটের। হেমতাবাদ আসনে ২৭,২১৫ ভোটের ফারাক বেড়ে গেলে সেখানে সবুজ আবীরের মাখামাখি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল। তবে কালিয়াগঞ্জে টিএমসির বিজয়রথের চাকা হড়কে যায়। এখানে বিজেপি জয় পেয়ে যায় ২১,৮১০টি ভোট বেশি পেয়ে যাওয়ায়। এখানকার অপর আসন রায়গঞ্জের ক্ষেত্রেও গৈরিক উৎসব লেগে গিয়েছিল ২০,৭৪৮ ভোটে তৃণমূলকে হারিয়ে দেওয়ায়। যদিও এই আসনের বিজেপি বিধায়ক পরবর্তীতে তৃণমূলের পতাকা বহন করেছিলেন একেবারে প্রকাশ্যে।

এমনই তীব্র আনপ্রেডিক্টেবল রায়গঞ্জ লোকসভার সাতটি আসন ঘিরে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আগামীতে তুমি কার? ছাব্বিশের ভোটের লাইনে এমন নিলামী হাঁকের সপক্ষে এলাকাবাসীরা বাস্তবে আদৌ কোনও গুরুত্ব দিতে রাজি নন। কারণ এখানকার স্থানীয় ভোটারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের পরিভাষাটাই কেমন যেন অনেকটা আলাদা। ভুপেন হাজারিকার গান গুনগুন করে গাইতে গাইতে তাঁরা যেন বলতে চায়, গোপনে গোপনে কত যে খেলি আলিঙ্গনের এই খেলা। কোন আলিঙ্গনের খেলা? কেন, ভোট ভেল্কির অনিশ্চিত খেলা!

ইটাহারের প্রাক্তন বিধায়ক ফের কংগ্রেসে

তপন চক্রবর্তী, উত্তর দিনাজপুর: ১২ নভেম্বর কলকাতা প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে ইটাহারের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক অমল আচার্য কংগ্রেসে যোগ দিলেন। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে অমল আচার্য কংগ্রেসের জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার কংগ্রেস নেতা গোলাম আহমেদ মীরের হাত থেকে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, উত্তর দিনাজপুর জেলার কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত সহ কংগ্রেসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বগন। দীর্ঘ ধরেই একসময়কার ডাকাবুকো কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যাওয়া অমল আচার্য ইটাহারের উন্নয়নের কাণ্ডারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন দীর্ঘদিন বিধায়ক হওয়ার সুবাদে।

পরবর্তীতে হঠাৎ করেই অমল আচার্যকে তৃণমূল থেকে সরিয়ে দিয়ে ইটাহারের যুব নেতা মোশারফ হোসেনকে ইটাহারের বিধায়ক করা হয়। পরবর্তীতে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বিজেপি দল করলেও তিনি সেখানে বেশিদিন না থেকে বেশ কিছুদিন রাজনীতি থেকে বলা যায় অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। তারপর অবশেষে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বেশ কিছু সময় লাগলেও ফের কংগ্রেসে ফিরে আসায় উত্তর দিনাজপুর জেলার কংগ্রেস মহলে ব্যাপক খুশি ছোঁয়া লেগেছে বলে জানা যায়। কালিয়াগঞ্জের ব্লক কংগ্রেসে সভাপতি সুজিত দত্ত জানান, কংগ্রেসে অমল আচার্য ফিরে আসায় ২৬ শের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে অনেকটাই দল চাঙ্গা হবে বলেই তিনি মনে করেন। অমল আচার্য দীর্ঘদিন বাদে কংগ্রেসের ফিরে আসায় উত্তর দিনাজপুর জেলায় কংগ্রেসের বিভিন্ন এলাকার মানুষ প্রচণ্ড খুশি হয়েছে বলে জানা যায়।

ড্রেন ও পাকা রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ১২ নভেম্বর শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন ড্রেন ও পাকা রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও নাগরিকবৃন্দ। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে নির্লিগুড়ি পুরনিগমের ৬২,৩৫,৬০৮ টাকা অর্থানুকূল্যে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ফলে সুবিধা হবে উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দের। এই কাজের জন্য শিলিগুড়ি পুর নিগমের এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে নাগরিকরা।

বদলাচ্ছে কমিশনের স্ট্রাটেজিও

প্রথম পাতার পর

আবার অনুপস্থিত ভোটারের ফর্ম আত্মীয়দের সইয়ে জমা পড়ার ফাঁক দিয়ে কোনো মৃত ও অযোগ্য ভোটারকে রেখে দেওয়ার চেষ্টা আটকাতে জেলা শাসকদের মাধ্যমে ইআরওদের ভিডিও কল ব্যবহার করতেন বার্তা দিয়েছে কমিশন। এমনকি শ্মশান, কবরস্থান থেকে মৃতদের তালিকা এনে তাদের সাথে কল করে ম্যাপিং-এর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। এরপর সেই তালিকা সিইও স্তরে মিলিয়ে দেখা হবে রেজিস্টার জেনারেল থেকে পাওয়া তালিকার সঙ্গে। আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে মৃতদের তথ্য পেতে।

বিরোধীদের অভিযোগ, এত নির্দেশের পরেও কিন্তু আটকানো যাচ্ছে না বিএলওদের শাসক যোগ। বহু বিএলও নাকি মনে করছেন কমিশন যাই বলুক রাজ্য সরকার তাদের পাশে আছে। কমিশনের কোনো শাস্তিই বাস্তবে কার্যকর হবে না। এই মনোভাব আঁচ করে চলতি সপ্তাহের বুধবার রাতেই জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে এক জরুরী ভার্চুয়াল বৈঠকে পরিষ্কার কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, একমাত্র সই হয়ে ফেরা এনুমারেশন ফর্মের ভিত্তিতেই তৈরি হবে খসড়া ভোটার তালিকা। তাতে মৃত, অনুপস্থিত বা ভুতুড়ে ভোটারের একটিও তথ্য পাওয়া গেলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। শাস্তির খাঁড়া নামবে সর্বস্তরে। এইভাবে কার্যত বাংলার রাজনৈতিক দলগুলির কৌশলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত টক্কর চলছে নির্বাচন কমিশনের। গণতন্ত্র বাঁচাবার এই লড়াইতে শেষ পর্যন্ত কে জেতে সেটাই বলে দেবে পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্বাচন কোন দিকে গড়াবে।

বিকাশের পক্ষে ভোট দিল বিহার

প্রথম পাতার পর

ফল বেরোবার পর বিজেপির সদর দপ্তরে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিহার ভোটের ফল উল্লেখ করে বেনজির আক্রমণ করলেন বাংলাকে। তিনি বলেন, বিহারের এই অভূতপূর্ব ফল বাংলায় বিজেপিকে জয়ের পথ দেখাবে। আগামী নির্বচনে বাংলা থেকেও জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলবে সেখানকার জনগণ। বিপুল হাত তালি বুঝিয়ে দিল বিজেপি নেতাকর্মীরা এরপর বাংলার দিকে এগোতে কতটা মরিয়া।

তবে বিজেপির এই আশা ও উৎসাহকে দিবা স্বপ্ন বলেই কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতারা। তাঁদের দাবি বিহারে যা ঘটেছে বাংলায় মোটেও তা সম্ভব নয়। এ রাজ্যের মানুষ অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন। তারা কিছুতেই বিজেপিকে ভোট দেবে না। ফের বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গড়বেন মমতা বন্দোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বিহার নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পর মোদী-শাহেরা যে বাংলায় অল আউট ঝাঁপাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে এ রাজ্যে অনেকটা জমি তৈরি হয়েই আছে। ভোটের ব্যবধানও তেমন বেশি কিছু নয়। এসআইআরএর পর ভোট সংখ্যার সমীকরণ বদলে গেলে কি হবে বলা যায় না। তবে বুথ ম্যানেজমেন্টে এখনও এগিয়ে তৃণমূল। বুথে বুথে বিজেপির সংগঠন মোটেই জোরদার নয়। কমিশন রক্তপানহীন ভোট করাতে পারলে কি হবে তা বলবে আগামী ভবিষ্যৎ।

জঙ্গীদের বঙ্গ করিডর কতটা নিরাপদ?

প্রথম পাতার পর

অনেকেই মনে করছে পাক মদতপুষ্ট জইস-ই-মহম্মদের ষড়যন্ত্রেই দিল্লিতে জঙ্গি হামলা চালানো হয়েছে। কারণ এই ঘটনায় ধৃত মহিলা চিকিৎসক শাইন শাহিদ নাকি জইস-ই-মহম্মদের মহিলা সেলে ভারতের দায়িত্বে ছিলেন। জইস-ই-মহম্মদের মহিলা সেলের ইনচার্জ হচ্ছে মাসুদ আজাহারের বোন সাদিয়া আজহার। সেই নাকি ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু মহিলাদের মগজ ধোলাই করার জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে, ওই ঘটনায় ধৃত আদিল আহমেদের ভাই যার নাম মুজাফফর যে বর্তমানে দুবাই থেকে এখন আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে আছে। সেও একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যে কিনা পাক হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত, তারও ভূমিকা আছে এই ঘটনায়। দিল্লির জঙ্গি হানায় আত্মঘাতী জঙ্গি উমর নবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তুরস্কে থাকা উকাশা নামে একজন পাক হ্যান্ডেলারের সমন্বয়কের। এই উকাশা শব্দটি আভিধানিক, যার অর্থ হল মাকড়সা। গোয়েন্দারা আরো খতিয়ে দেখছে এই জঙ্গি হানার সঙ্গে বাংলাদেশের কি যোগাযোগ থাকতে পারে। অর্থাৎ পাকিস্তান, তুরস্ক এবং বাংলাদেশ এই ৩ প্রতিবেশী দেশকেই সন্দেহের চোখে রাখছে গোয়েন্দারা। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঘটনার বিশ্লেষণ করে আগামীদিনে যে অপারেশন সিঁদুরের থেকেও জোরালো প্রত্যাঘাত আনতে চলেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। গোটা দেশবাসী সেই জোরালো প্রত্যাঘাতের দিন দেখার আশায় প্রতীক্ষা করছে।

মেডিকেল মডিউল ভাবাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

সবচেয়ে বড় কথা হল এখনও পর্যন্ত যারা এই বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে তারা সকলেই বহিরাগত কেউ নয়, ভারতবর্ষেরই বাসিন্দা এবং শিক্ষিত পেশাদার ডাক্তার। এতদিন সবাই জানত যারা অশিক্ষিত এবং বেকার তাদের মগজ ধোলাই করে জঙ্গি কার্যকলাপ কিংবা ফিঁদায়ের বাহিনীতে যোগদান করানো হত। কিন্তু দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে যারা জড়িত তারা উচ্চশিক্ষিত এবং সেবব্রতের কাজে জড়িত তারা কিভাবে ভারত বিদ্বেষী কাজে এবং সন্ত্রাসী হানায় যুক্ত হল তা ভেবে অনেকেই অবাক হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর দিল্লিতে প্রায় ২০০টি জায়গায় সিরিয়াল ব্লাস্টের উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত জঙ্গিদের। যদিও বিরোধী অনেক রাজনৈতিক দল বলছে এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যর্থতা দায়ী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গোয়েন্দা দপ্তর যদি সত্যিই ব্যর্থ হত তাহলে আরো অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে যেত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর অক্টোবরের শেষ থেকে অভিযান করে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তার উপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা জঙ্গিহানার সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই ভারতীয় এবং একটি মহান পেশায় যুক্ত তাদেরকে সন্দেহ করাও একটা ভাবনার বিষয়। তবে এই ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির চোখ খুলে দিয়েছে। ভারতে বসবাসকারী ভারত বিদ্বেষী পাকিস্তান বা বাংলাদেশ প্রেমীদের তারা শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিতই হোক ভালো করে খোঁজ খবর করে প্রশাসন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিক। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বলেছেন, দিল্লি বিস্ফোরণে যারা আহত হয়েছেন তাদের সঙ্গে দেখা করেছি সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, দিল্লি বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে যারা আছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে বেশ কয়েক মাস আগে ভারত সরকার যে পহেলগাঁও ঘটনার পর অপারেশন সিন্দুর মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি শিবির গুলো গুড়িয়ে দিয়েছিল বিশেষ করে জয়স-ই-মহম্মদের আজার মাসুদের পরিবারের ১০ জন নিকেশ হয়েছিল সেই অপারেশনে তারই বদলা নিতে পাকিস্তানের মদতে আজহার মাসুদ এই বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে যেটা জানা যাচ্ছে দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পরই নড়ে চড়ে বসেছে পাক প্রশাসন। সূত্রের খবর কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী জয়স-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে পাক সরকার। দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে জেরা করা চলছে এবং সেই জেরার সূত্র ধরে এনআইএ তদন্তকারী অফিসাররা বিভিন্ন রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ছেন।

নভেম্বরেই সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘশুমারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই বছর ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবন বন্ধ থাকবে। ওই দুদিন কোনও বোট বা লঞ্চ(জলযান) পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবনে যেতে পারবে না। এক নির্দেশিকা দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ(এসটিআর)। বাঘ শুমারির প্রথম পর্যায়ের কাজ চলবে ওই দুইদিন। তাই সুষ্ঠুভাবে যাতে সেটা হতে পারে তার জন্যই পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টাইগার রিজার্ভ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ১১ ও ১২ তারিখ কোনও অনলাইন বুকিংও করা যাবে না। এই নির্দেশিকা পাওয়ার পর বোট মালিকরা জানান, 'যাদের ওই দুদিন বুকিং আগেই করাছিল, সেটা বাতিল করা হবে।' টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, 'শুমারির প্রথম পর্যায়ের কাজ করতে গেলে শান্ত পরিবেশে দরকার। পর্যটকদের আনাগোনা থাকলে সেই কাজ ব্যাহত হতে পারে। তাই দুদিন জঙ্গলে পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হচ্ছে সুন্দরবনে বাঘ গণনার কাজ। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সুন্দরবনে ও চলবে অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন বা সর্বভারতীয় বাঘ গণনার কাজ। ছবি তুলতে ১৪৮৪টি ক্যামেরা বসানো হবে সুন্দরবন জঙ্গলের ৪১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায়। এর সাথে তাদের খাদ্যের যোগান কেমন সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই কাজের জন্য একটি অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে সুন্দরবন বনদপ্তরের তরফে। এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারবেন বন দফতরের কর্তারা। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, 'সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের খাবার পর্যাপ্ত আছে কিনা সেটাই এক প্রকার দেখার চেষ্টা করা হবে। সেই সময় পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বন বিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন জঙ্গলে একসঙ্গেই এই শুমারির কাজ হবে বলে ঠিক হয়েছে।'

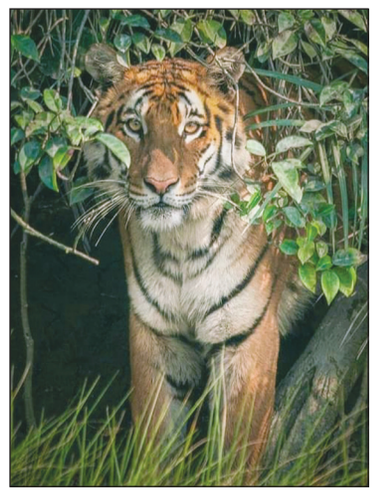

ক্যামেরা কীভাবে বসাতে হবে, তার জন্য বনকর্মীদের এক প্রস্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ২৬ নভেম্বর থেকে জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এর জন্য সব মিলিয়ে ২৫০ কর্মীকে বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত করা হবে। বন বিভাগের এক কর্তার কথায়, বাঘেদের নিজেদের ব্যক্তিগত আচরণ, দৌড়ে শিকার ধরার পদ্ধতি, শাবকদের নিয়ে মা বাঘের গতিবিধি এসব আগেরবার ধরা পড়েছিল। এবারও আশা করা যাচ্ছে, আরও অনেক অজানা তথ্য হাতে আসবে। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, 'শান্তভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে বাঘ গণনা করার জন্যই আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কর্মীদের এবং যাতে সঠিকভাবে বাঘের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে সুন্দরবনে এবার বাঘের পরিসংখ্যান অনেকটাই বাড়বে।'

গ্রেপ্তার পুর ইঞ্জিনিয়ার

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তাঁর বাড়ি উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায়। তাই গোটা বিষয়টি রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে তদন্ত করে সব তথ্য রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মহানাগরিক আরও বলেন, 'শুনেছি ওই ব্যক্তির স্ত্রীর রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা রয়েছে। বিনিয়োগ করেছেন ওই কর্মী। তা-ই রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গোটা বিষয়টি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এতো ভুরিভুরি অভিযোগ যাঁর নামে তিনি কীভাবে কলকাতা পৌরসংস্থার একই পদে দীর্ঘদিন ছিলেন? স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে রাস্তার ধারে বিশাল আকারের একটি জলাশয়কে অবৈধভাবে রাতারাতি মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে।

জলাভূমি বোজানোর অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এই সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ এবং অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে, অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন, সুরাত আলী মোল্লা নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি। সেই কারণে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আখন্দ আনোয়ারউল হক ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন সুরাত আলী। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপপ্রধান। সুরাত আলীর অভিযোগ, এলাকায় নানারকম বেআইনি কাজ চলছে। জলাভূমি ভরাট, সরকারি জমি দখল থেকে শুরু করে সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে পোলঘাট পঞ্চায়েতে। এই সমস্ত অভিযোগ তুলে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছিল। অভিযোগ, এরপর থেকেই তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে। উপপ্রধান বলেন, সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। সোনারপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কার্তিক পুজোয় মাতোয়ারা কাটোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা কাটোয়া এবং পূর্বস্থলী এলাকার বিস্তীর্ণ জনপদ। ১৭ নভেম্বর সোমবার কার্তিক পুজোর শুভারম্ভ। পরদিন সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দু'দিনের ঐতিহ্যবাহী 'কার্তিক লড়াই' উৎসবের পরিসমাপ্তি। এই উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদী তীরবর্তী কাটোয়া এবং পূর্বস্থলী থানার পাশাপাশি অবস্থান। এখানকার কার্তিক পুজোর আড়ম্বর রাজ্যবাসীর নজর কেড়ে নেয়। তাকলাগানো বাহারি মণ্ডপে থিমের প্রতিমা, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, বিভিন্ন প্রদেশের বাদ্যবাজনা ও লোকনৃত্য সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা...। এসব নিয়েই উৎসবে মেতে ওঠে উদ্যোক্তারা। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, ঐতিহাসিক শহর কাটোয়ায় শতাধিক বছর আগে সুপ্রতিষ্ঠিত বণিক সম্প্রদায়ের হাত ধরে কার্তিক পুজোর প্রচলন হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন মহল ওইসকল বণিকদের শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বাবু' নামে সম্বোধন করত। সেই 'বাবু' কালচারের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে একসময় কার্তিক পুজোর প্রচলন হয়েছিল। অমুক বাবুর পুজো, তমুক বাবুর পুজো... নামে তখন কাটোয়া শহরের অলিগলি সরগরম হয়ে উঠত। আড়ম্বর সহকারে কার্তিক পুজোর পরদিন মূর্তিগুলি বেহারাদের কাঁধে চাপিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন হত। সেইসময় দু'দলের মুখোমুখী পরিস্থিতি হলেই কোন বাবুর প্রতিমা আগে পাশ কাটিয়ে বের হবে সে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ রেষারেষি চলত এবং এটাই পরবর্তীতে লোকমুখে 'কার্তিক লড়াই' নামে পরিগণিত হয়। কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে কাটোয়া শহর সহ পার্শ্ববর্তী পানুহাট জনপদ। কাটোয়া শহরের ঝংকার ক্লাব, অক্সিজেন, ইউনিক, আওয়াজ, প্রতিবাদ, জনকল্যাণ, দেশবন্ধু বয়েজ, সংহতি সহ পানুহাটের আপনজন ক্লাব, ইয়ং বয়েজ প্রভৃতি পুজো উদ্যোক্তাদের জমজমাট আয়োজন প্রতিবারই দর্শনার্থীদের নজর কেড়ে নেয়। এবারও যার অন্যথা হয়নি। কাটোয়ার কোথাও মণ্ডপে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মন্দিরের ছোঁয়া, কোথাও ডিজনিল্যান্ডের আদল ফুটে উঠছে, আবার কোথাও তাক লাগাবে জলের ওপর বিশালাকার মন্দিরের শোভা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় হরেক থিমের প্রতিমার পাশাপাশি অসংখ্য 'থাকা প্রতিমা' নিয়ে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের বাদ্যবাজনা ও চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা নিয়ে উঠবে উদ্যোক্তারা। একইরকম উৎসবের আবহে বেশ জমজমাট পুজোর আয়োজন হয়েছে পূর্বস্থলী জনপদের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। দুই জায়গাতেই উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিবারই পুলিশ-প্রশাসনের দিকে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় স্থানীয় পুরসভা থেকে শুরু পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ রাজনৈতিক দলগুলি। এবারও সেইরকম প্রস্তুতি তুঙ্গে।

আশা করছে দেশবাসী

প্রথম পাতার পর

১৪ দিনের মাথায় অপারেশন সিন্দুর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিশেষ করে বাহাওয়ালপুর যেখানে জইস-ই-মহম্মদের প্রধান আজাহার মাসুদ তার পরিবার নিয়ে থাকত। সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী আঘাত করে তার পরিবারের ১০ জন সদস্যকেও নিকেশ করে দিয়েছিল। এমনকি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুরিদকে যেখানে লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ শহীদের ঘাঁটি ছিল। সেই ঘাঁটিকেও তছনছ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। অনেকেই মনে করছে পাক মদতপুষ্ট জইস-ই-মহম্মদের ষড়যন্ত্রেই দিল্লিতে জঙ্গি হামলা চালানো হয়েছে। কারণ এই ঘটনায় ধৃত মহিলা চিকিৎসক শাইন শাহিদ নাকি জইস-ই-মহম্মদের মহিলা সেলে ভারতের দায়িত্বে ছিলেন। জইস-ই-মহম্মদের মহিলা সেলের ইনচার্জ হচ্ছে মাসুদ আজাহারের বোন সাদিয়া আজহার। সেই নাকি ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু মহিলাদের মগজ ধোলাই করার জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে, ওই ঘটনায় ধৃত আদিল আহমেদের ভাই যার নাম মুজাফফর যে বর্তমানে দুবাই থেকে এখন আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে আছে। সেও একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যে কিনা পাক হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত, তারও ভূমিকা আছে এই ঘটনায়। দিল্লির জঙ্গি হানায় আত্মঘাতী জঙ্গি উমর নবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তুরস্কে থাকা উকাশা নামে একজন পাক হ্যান্ডেলারের সমন্বয়কের। এই উকাশা শব্দটি আভিধানিক, যার অর্থ হল মাকড়সা। গোয়েন্দারা আরো খতিয়ে দেখছে এই জঙ্গি হানার সঙ্গে বাংলাদেশের কি যোগাযোগ থাকতে পারে। অর্থাৎ পাকিস্তান, তুরস্ক এবং বাংলাদেশ এই ৩ প্রতিবেশী দেশকেই সন্দেহের চোখে রাখছে গোয়েন্দারা। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঘটনার বিশ্লেষণ করে আগামীদিনে যে অপারেশন সিঁদুরের থেকেও জোরালো প্রত্যাঘাত আনতে চলেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। গোটা দেশবাসী সেই জোরালো প্রত্যাঘাতের দিন দেখার আশায় প্রতীক্ষা করছে।

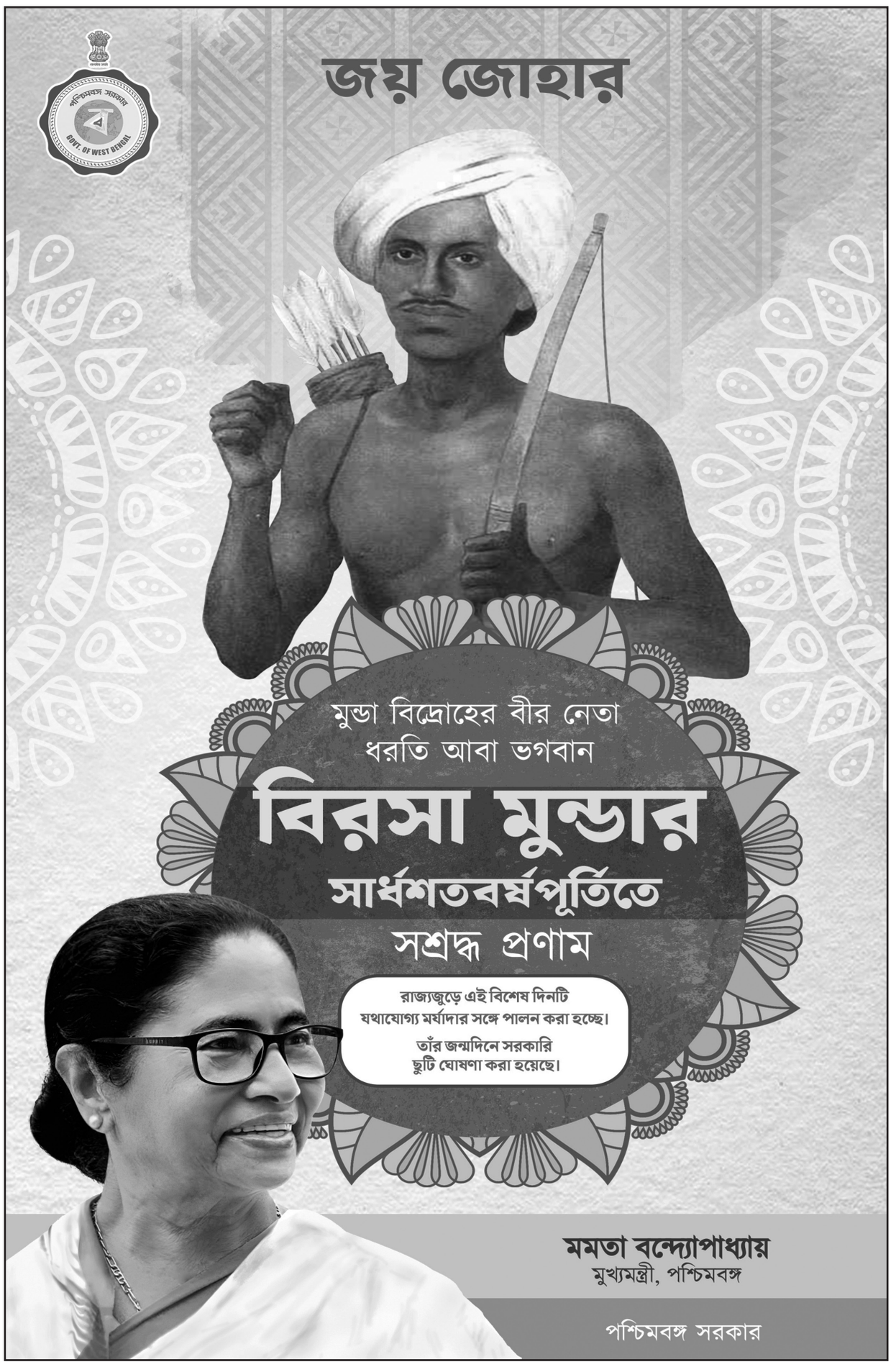

বাধ্যতামূলক রাজ্য সংগীত

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'–এর পাশাপাশি নিয়মিত রাজ্য সঙ্গীত গাইতে হবে প্রতি বিদ্যালয়ে। সকালবেলা প্রার্থনার সময় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গাইতে হবে। নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সব স্তরের বিদ্যালয়ে সকালে প্রারম্ভিক প্রার্থনা সংগীত হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের গাইতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' এই রাজ্য সঙ্গীতটি। সমস্ত শিক্ষক–শিক্ষিকারাও প্রার্থনায় গাইবেন।

২০২৩ সালে রাজ্যের বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯০৫ সালে রচিত বিখ্যাত 'বাংলার মাটি' গানটিকে রাজ্য সংগীতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

প্লাস্টিক বন্ধে লালবাজারকে চিঠি মেয়রের

বরুণ মণ্ডল

ভারতে গত ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭৫ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে ওই বছরের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১২০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এটি ভারতের 'প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মের অংশ, যা অন্যান্য চিহ্নিত কম–ব্যবহারযোগ্য, উচ্চ–আবর্জনাযুক্ত প্লাস্টিকের জিনিসপত্র যেমন সাজসজ্জার জন্য থার্মোকল, প্লাস্টিকের কাটলারি, কাপ, প্লেট এবং স্ট্র নিষিদ্ধ করে।

উত্তর কলকাতার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অয়ন চক্রবর্তী'র প্রস্তাব কলকাতা পৌরসংস্থা রাজ্যের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে কথা বলে এই পাতলা প্লাস্টিকের ব্যবহার, বিশেষ করে কলকাতার বাজারগুলোতে যে নিম্নমানের প্লাস্টিকের ব্যবহার করা হয়, সেটা বন্ধ করুক এবং সমস্ত বাজারগুলো যাতে 'প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস' মেনে চলে তার জন্য 'স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তৈরি করুক এবং যা যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব সেটা নিক।

এই প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক বলেন, 'গোটা বর্ষাকালে কলকাতার প্রত্যেকটি পাম্পিং স্টেশনে নিকাশি নালা দিয়ে এতো বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক আসছে, যে পাম্পিং স্টেশনের কর্মীরা সেগুলি সরাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে

যাচ্ছে। এটা ঠিক যে কলকাতায় 'প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস যেটা হয়েছিল, একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। যেটার ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে জরিমানা দিতে হবে ৫০০ টাকা এবং ক্রেতাকে ৫০ টাকা জরিমানা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দু–চারদিনের সতর্কতা ছাড়া তার কিছুই হয়নি। রাজ্যের পরিবেশ দফতর কতগুলি প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে কারখানার ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরে এরাজ্যের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্র নেপাল থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ বড়বাজারে আসছে। বিশেষ করে বাগড়ি মার্কেট এবং তার পাশাপাশি মার্কেটগুলিতে ক্যানিন স্ট্রিটে প্লাস্টিকগুলি বিক্রি হচ্ছে। কলকাতা পুলিশকেও জানানো হয়েছে ১২০ মাইক্রনের কম পুরু একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকগুলি যাতে ওখান থেকেই বাজেয়াপ্ত করা যায়। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার ঘাড়ে পুরোটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতরে এতো কর্মী নেই, যে প্রায় ২০৫ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমানের শহরে প্লাস্টিক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

মহানাগরিক আরও জানান, 'আমি কলকাতা পুলিশের লালবাজারকে আবার চিঠি লিখবো, যাতে শহরে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণটা লোকাল পুলিশ প্রশাসনকে দেওয়ার জন্য। কারণ কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মীরা বারংবার আক্রান্ত হয়েছে। পুলিশ এসে বাঁচিয়েছে। জরিমানার ক্ষমতাটা লোকাল পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হোক। কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধিরা কলকাতা পৌর এলাকার থানায় থানায় কমপ্লেন করতে পারি। বলতে পারি, এই বাজারে প্রচুর একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যাগ বিক্রি হচ্ছে। কারণ কেএমসির কাছে আইনত ক্ষমতা নেই যে, কোনও দোকানদারের কাছ থেকে পৌরপ্রতিনিধিরা প্লাস্টিক ব্যাগগুলি বাজেয়াপ্ত করবে।'

'রাজ্যের পরিবেশ দফতর নিজেদের তৈরি আইনটিকে যদি আরও অ্যামেন্ডমেন্ট করে যদি লোকাল পুলিশকে প্লাস্টিক ব্যাগ বাজেয়াপ্তের ক্ষমতাটা দিয়ে দেয়, তাহলে এই আইনের কার্যকারিতা অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। কলকাতা পৌরসংস্থা খুব বেশি হলে মিউনিসিপ্যাল কোর্টে এক বা একাধিক কেস করতে পারি। কিন্তু কলকাতার স্বার্থে এটা যদি সত্যিই করতে হয়। টনকে টন একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক মাঠেঘাটে পরে আছে। এই প্লাস্টিকের জন্যই বৃষ্টির জল মাটির তলদেশে গিয়ে পৌঁছোতে পারছে না। যা পরিবেশের পক্ষে একটা বড়ো ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরকেও চিঠি লিখবো এবং মৌখিকভাবেও বলবো। এটা যদি বন্ধ করা যায়, তবে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।'

জলাধার সংস্কারে সময় লাগবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার বরো ৫–এর অধীন মহম্মদ আলি পার্কে যে ভূগর্ভস্থ একটি জলাধারটি আছে, নানা কারণে এই জলাধারটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এটির দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই ভূগর্ভস্থ জরাধারটির পূর্ণ সংস্কার করতে হলে অন্যত্র একটি বিকল্প জলাধার

তৈরি করা আবশ্যক। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে জানান, 'বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, মহম্মদ আলি পার্কের জলাধারটিও যেমন পুরোপুরি সংস্কার হচ্ছে না, ঠিক তেমনই প্রস্তাবিত বিকল্প জলাধারটিও নির্মিত হচ্ছে না। এর ফলে বরো ৫–এর স্থানীয় বাসিন্দারা মহাবিপদে পড়েছে। বিশ্বরূপ দের প্রস্তাব, আগামী ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে বরো ৫–এর বাসীন্দাদের জলযন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে মহম্মদ আলি পার্কে ভূগর্ভস্থ জলাধারটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। এই বিষয়ে প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটি থাকলে তার দ্রুত সমাধানের আশা করছি।

এই প্রস্তাবের বিষয়ে জল সরবরাহ দফতরের মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমি বহুবার মহম্মদ আলি পার্কে গিয়েছি এবং দেখেছি যে ওই জলাধারটি অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। কারণ এটি বহুবছর আগেকার, যেভাবে ওটার নকশা করা রয়েছে, জলাধারের ভিতরে কয়েকটা ইট খসে পড়েছে। সেখানেই একটা বিপদ রয়েছে। এই জলাধারের বিকল্প হিসাবে কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে নতুন করে একটি জলাধার এবং পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে। সেই কাজ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ মহম্মদ আলি পার্কের জলাধারে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় হাত দিলে ওই এলাকায় 'সিভিয়ার ওয়াটার ক্রাইসিস' হবে। কিন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক কারণে মার্কাস স্কোয়ারে জলাধার নির্মাণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। এই মাসেই মার্কাস স্কোয়ারের কাজ শুরু করা হবে। প্রশাসনিক তরফ থেকে এবার কাজটা শুরু করা হবে। এখানে যে জলাধারটি তৈরি করা হবে। সেই জলাধারের ছাদে আবার খেলার মাঠ করে দেওয়া হবে এবং পাশের খেলার মাঠটিরও পূর্ণ সংস্কার করা হবে। এইভাবে টেন্ডারিং করা হয়েছে বলে মহানাগরিক জানান।

রাতের পার্কিং–এ অ্যাপের নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার একাধিক ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাস ও মিনিবাস স্ট্যান্ড রয়েছে এবং রাতে ওই স্ট্যান্ড স্থলেই গাড়িগুলি পার্কিং করে রাখে। ফলে এই একাধিক সংখ্যক গাড়ি সমস্ত রাস্তা জুড়ে থাকার ফলে পার্কিং সিস্টেম, জঞ্জাল অপসারণ ও নিকাশি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও এই গাড়ির সংখ্যা বা কী নিয়মে গাড়িগুলি রাতে পার্কিং করে রাখছে তার কোনও 'ডাটাবেস' না থাকাতে কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়মিত কাজ ভীষণ রকম ব্যাহত হচ্ছে।

উত্তর কলকাতা ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসংস্থা এবং রাজ্যের পরিবহন দফতরের কাছে প্রস্তাব রাখেন, এইসব গাড়িগুলি যদি 'অ্যাপবেসড পার্কিং সিস্টেম কেএমসি নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ি সরানোর সুবিধা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন দফতরের এই 'জয়েন্ট ড্রাইভে এলাকাও পরিচ্ছন্ন থাকবে। গাড়িগুলি রাতে বড়ো রাস্তা জুড়ে ওখানে কেন স্ট্যান্ড করা থাকছে? কীভাবে থাকছে? এটার একটা পরিচ্ছন্ন রিপোর্টে আসার প্রয়োজন আছে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, এই যে বাস, মিনিবাসগুলি রাতে ওখানে স্ট্যান্ড করা থাকে এবং দূরপাল্লার বাস ছাড়ে। এই গাড়িগুলি কীভাবে রাজ্যের পরিবহন দফতরের থেকে পারমিট পেল, সে বিষয়ে জোর সন্দেহ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কলকাতা পৌরসংস্থা কিছু ছোটো গাড়ির ক্ষেত্রে নাইট পার্কিং দিয়ে থাকে। নন–কমার্শিয়াল চারচাকার নাইট পার্কিং দেওয়া হয়। তাদের ডাটাবেসও কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে আছে। কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সেটা রাজ্যের পরিবহন দফতর যদি করতে পারে, তবেই ভালো হবে। আর ওই ধরনের কমার্সিয়াল বাস ও মিনিবাসগুলির থেকে কেএমসি কোনও নাইন পার্কিং চার্জ আদায় করতে পারি না। কারণ যেহেতু ওই গাড়িগুলি কলকাতার পরিবহনের সঙ্গে পরিষেবার সঙ্গে এরা জড়িয়ে আছে। সেই জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও কমার্শিয়াল ভিইকেলের কাছ থেকে কোনও নাইট পার্কিং চার্জ আদায় করা হয় না। তবে আপনার প্রস্তাবটি খুবই ভালো হয়েছে। একটা ডাটাসেস থাকাটা খুবই জরুরি। তাতে খুবই সুবিধা হবে। কিন্তু সেটাতে কলকাতা পৌরসংস্থার কিছু করনীয় নেই। এটা রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতরকে করতে হবে। তারা যদি এই ডাটাবেস তৈরি করে, কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে শেয়ার করে, তবে সেইটা কলকাতা পৌরসংস্থা পাবে। আর কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব ডাটাবেসটা কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়েব সাইটের পার্কিং দফতরে রয়েছে। তাতে দেখতে পাবেন, রাতের বেলা কোন রাস্তার কোথায় কত গাড়ি পার্কিং করা থাকে, তাদের গাড়ি নম্বর কত, পুরোটাই ওই ডাটাবেসে রয়েছে বলে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান।

এনওসি আবশ্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাউজিং কমপ্লেক্স বা বহুতল আবাসনে কোনও নতুন নির্মাণ করতে গেলে এবার থেকে আবাসনের সমস্ত ফ্ল্যাট মালিকদের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' বা এনওসি লাগবে। এই ছাড়পত্র না থাকলে কলকাতা পৌরসংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রোমোটারকে নয়া নির্মাণের অনুমতি দেবে না। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে মহানাগরিক এ কথা স্পষ্টভাবে জানান। উত্তর কলকাতার বাগমারির সাতকড়ি মিত্র লেনের এক ফ্ল্যাট মালিক অভিযোগ করেন, তিনি কিছু দিনের জন্য নিজের ফ্ল্যাটে ছিলেন না। ফিরে এসে দেখেন, ওই ফ্ল্যাটের নির্মাণ প্রোমোটার তাঁর অজান্তেই ছাদের 'কমন এরিয়ায় একটি অফিস ঘর তৈরি করেছে। যদিও ওই বিল্ডিংয়ের প্ল্যানে এইরকম কোনও অফিসঘর তৈরির উল্লেখ ছিল না। অভিযোগ শুনে এ প্রসঙ্গে মহানাগরিক বলেন, 'ফ্ল্যাট হস্তান্তর ও রেজিস্ট্রেশনের পর প্রত্যেক ফ্ল্যাট মালিকই ওই সম্পত্তির মালিকানার অংশীদার হয়ে যান। তাই কোনও নতুন নির্মাণের জন্য প্রত্যেকের এনওসি নেওয়া প্রয়োজন। যদি ওই ফ্ল্যাটে অতিরিক্ত তল বানানোর অনুমোদন বিল্ডিং প্ল্যানে আগে থেকেই থেকে থাকে, তাও ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের অনুমতি নিতে হবে। মহানাগরিক এও জানান।

এবার রাজস্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ষাণ্মাসিকের(এপ্রিল–সেপ্টেম্বর) তুলনায় কলকাতা পৌরসংস্থায় চলতি আর্থিক বছরের(২০২৫–২৬) এই সময়কালে সম্পত্তি কর(প্রপার্টি ট্যাক্স) খাতে ২৮.৫৭ কোটির বেশি আদায় হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে পয়লা এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৪,৮৯,৭৭৩ হাজার টাকা সম্পত্তি কর খাতে রাজস্ব আদায় হয়। মূলত করখেলাপিদের লাগাতার তাগাদা, মিউটেশনে বাড়তি জোরসহ নানাবিধ চেষ্টার ফলেই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পৌর কর্তৃপক্ষ মনে করছে। পৌরসংস্থার তথ্য বলছে, ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই খাতে মোট ৮০,৯২,৮৩০ হাজার টাকা আদায় হয়েছিল। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয় ৮২,০৪,০৬১ হাজার টাকা। অর্থাৎ সে বছর বাড়তি ১১.১২ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল। চলতি আর্থিক বছরে এই খাতে আয় ২৮.৫৭ কোটি টাকা বেড়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রথম ৬ মাসে সম্পত্তি কর খাতে আয় বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি।

বর্তমানে অনলাইনে মিউটেশনের জন্য আবেদন করা, প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন মিউটেশনের সময় অধুনা নিবন্ধীকৃত দলিল বা মৃত্যুর শংসাপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, বরং তা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে বিভাগীয় কর্মীরা সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারেন। নগরবন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স্ক বা শারীরিকভাবে অশক্ত ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে পৌরকর্মীরা সম্পত্তি কর সংগ্রহ করে আনেন। এর ফলে সম্পত্তি কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সম্পত্তি কর আদায় দফতরের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের বক্তব্য।

বার্তা

লেলিহান শিখা: ১২ নভেম্বর গভীর রাতে গঙ্গাসাগরের একটি শুটকি মাছের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সম্পূর্ণ গোডাউনটি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আমি যে রিক্সাওয়ালা: অ্যাপের যুগে বাজার মন্দা, তাই রিকশায় যাত্রী সাথীর লোগো লাগিয়ে অপেক্ষা। **ছবি : অভিজিৎ কর**

প্রদর্শনী : ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর সাইন্স সিটিতে বঙ্গপেক্স ২০২৫ প্রদর্শনী চলবে। যার উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর, ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গের পোষ্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার সহ অন্যান্যরা। ডাক বিভাগের এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালির সংস্কৃতি স্ট্যাম্প এবং বিশেষ মুখবন্ধ–এর মাধ্যমে। এদিন ডাক বিভাগের বিশেষ হিসেবে নেতাজীর দুর্গাপুজো এবং সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল–এর উন্মোচন হয়।

হেল্প মি প্লিস: পরিবার থেকে বিতাড়িত বছর ৭৩–এর সুব্রত দাস। গলায় ঝোলানো 'হেল্প মি প্লিস'–এর বোর্ড। জানা গেল এই বয়সে এসে ওনার বেঁচে থাকা ও পয়সা রোজগার করার মূল উদ্দেশ্য হল পথ কুকুরদের সেবা এবং মুখে কিছু খাবার তুলে দেওয়া। বিগত ৩৫ বছর ধরে তিনি এই কাজটি করে চলেছেন। আগে অটো চালাতেন, তবে বয়সের কারণে শরীর তাকে সঙ্গ না দেওয়ায় ঠিক করেন লেক মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় তার সুরের জাদুতে সবার মনোরঞ্জন করবেন ও তার মধ্যেই কিছু টাকা রোজগার করে নিজের বেঁচে থাকার লড়াইটি চালিয়ে যাবেন।

ছবি : সুমন সরদার

Kiff 31

সিনেমা যখন সীমানা ছাড়ায়

শেষ হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবের বিশেষ কিছু মুহূর্ত তুলে ধরলেন প্রিয়ম গুহ ছবিতে প্রীতম দাস।

৭ দিনের উৎসব শেষে ১৩ নভেম্বর বিকেল ৪ টে সকলের গন্তব্য রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ। কারণ সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ফলাফলের জন্য। অবশেষে সেই অনুষ্ঠান শুরু হতেই সবাইকে চমকে দিয়ে স্টেজে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই অভিনেতা সাংসদ দেব, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, সুরকার ও গায়ক সান্তনু মৈত্র, পরিচালক অরিন্দম শীল, পরিচালক হরনাথ চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে উপস্থিত। পরে যোগ দিলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেন। এদিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সমালোচক সংগঠনের ১০০ বছর উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানো হয় পরিচালক গৌতম ঘোষকে।

তথ্যচিত্রে বিশেষ জুরি পুরস্কার প্রদান করা হয় দেবলীনা মজুমদার পরিচালিত এবং প্রযোজিত ও সমতা বিশ্বাসের প্রযোজিত ছবি 'জিলিপি বালার বন্ধুরা'। এক সামাজিক বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে এই তথ্যচিত্রটি। অপর আরেকটি তথ্যচিত্র জুড়িদের পছন্দমত বিশেষ পুরস্কার পায় সেটি হল প্রণব জ্যোতি ডেকা ও সুজিত দেববর্মা পরিচালিত এবং প্রযোজিত ও দিলীপ দেব বর্মা প্রযোজিত ছবি 'মাই লাস্ট ফেস–কুংবারা'।

সেরার সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার জিতে নিয়েছে জয়দীপ ব্যানার্জীর পরিচালিত ছবি 'বিজয়ী যাপনের পটকথা'। বিজয়লক্ষ্মী বর্মনের আলো উজ্জ্বল জীবন নিয়ে এই তথ্যচিত্রটি প্রযোজনা করেছেন তারই সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীরা।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে বিশেষ জুরি পুরস্কার জিতে নিয়েছে রবি কুমার পরিচালিত 'কুহাসে কা গীত' প্রযোজনায় ছিলেন ওমাংগ রাতিলাল সাংগানি। এর সাথে পার্থ গোস্বামী প্রযোজিত ও সুদীপ্ত বড়াই পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'অপার্থিব' জুড়িদের বিশেষ তালিকায় ছিল। স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেরার সেরা লিটন পালের পরিচালিত সুস্মিতা পাল প্রযোজিত ছবি 'আইজ' জিতে নিয়েছে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড।

সেরা চলচ্চিত্র জিতি নেটপ্যাক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে সেটি হল শিবরঞ্জিনি পরিচালিত 'ভিক্টোরিয়া' এটি ভারতের সিনেমা। বাংলা ছবি চন্দ্র আশীষ রায়ের 'পড়শি' যা প্রযোজনা করেছেন সমীর কুমার ভট্টাচার্য্য জিতে নিয়েছে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার বাংলা চলচ্চিত্রের সেরার সেরা বিভাগে।

ভারতীয় ভাষার ছবি বিভাগে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে করবি ভাষার ছবি 'কাংবো আলোটি' যার মানে হারিয়ে যাওয়া পথ ছবিটি পরিচালনা করেছেন খঞ্জন কিশোর নাথ এবং প্রযোজনায় ছিলেন রঞ্জিত টেরণ। ভারতীয় ভাষার বিভাগে সেরা পরিচালক হিসেবে হীরালাল সেন স্মৃতি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে খাসি ভাষার সিনেমা হা লিয়াগখা বেনজের পরিচালক 'প্রদীপ কুরভা কে'। হীরালাল সেন স্মৃতি পুরস্কার ভারতীয় ভাষার সেরা ছবির তকমাকে নিয়ে নিয়েছে ত্রিবেনী রায় পরিচালিত ছবি 'ছোড়া জাসতাই'

ছবি : অরুণ লোধ

বা 'শেপ অফ মোমো'। সিকিমের এই পরিচালক বলেন, কলকাতার এসআরএসটিআই থেকে এবিষয়ে পড়াশুনা করে পরিচালক হয়েছেন আর তার প্রথম ছবিই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবেই পুরস্কার জিতল।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ফিপরেসকি পুরস্কার জিতে নিয়েছে ডেভিট বিম পরিচালিত কিউবার ছবি 'দুই ওয়েস্ট ইন জাপাতা'।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ জুড়ি পুরস্কার জিতে নিয়েছে আইবনা জুকা পরিচালিত ও অনিতা জুঁকা প্রযোজিত ছবি 'বিউটিফুল ইভিনিং, বিউটিফুল ডে'। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার অর্জন করেছে সেরা পরিচালক হিসেবে শ্রীলংকার লালিথ রাথনায়েক তার ছবি রিভার স্টোন–এর জন্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ফেরার সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে গোল্ডেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার অর্জন করেছে কিউবার ছবি 'টু দি ওয়েস্ট ইন জাপাতা'। ছবির সাথে যুক্ত কেউই উপস্থিত না থাকায় মুখ্যমন্ত্রী এই ট্রফিটি গৌতম ঘোষের হাতে তুলে দেন যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেন বিদেশের সাথে আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র তথা টলি পাড়ার যোগসূত্র ঘটনার কথা। কলকাতায় সারা সিনেবিশ্ব এক হয়ে গিয়েছিল প্রমাণ করলো সিনেমার কোন গণ্ডি নেই। এবছরের চলচ্চিত্র উৎসবের থিম কান্ট্রি হিসেবে ছিল পোল্যান্ড। সারা বিশ্বের ভালো ভালো ছবি হাতের মুঠোয় পেয়ে চলচ্চিত্র প্রেমীরা ছিল বেশ আপ্লুত। বিভিন্ন অভিনয় এবং এই সংক্রান্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়েছে বলে জানালেন কারণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আর বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সব সিনেমার নির্মাতাদের সাথে আলাপচারিতায় অর্জন করতে পেরেছেন তারা জ্ঞান। তবে জাঁকজমকপূর্ণ এই উৎসবের নির্যাস অবশ্যই ভারতীয় তথা বাংলার সিনেমায় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অনেকেই আবার আশা রাখছেন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বিদেশী সিনেমার বিভিন্ন শুটিং আমাদের এই বঙ্গে হবে। এই যোগসূত্র সত্যিই প্রয়োজন তাই আগামী চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাঙ্গনে বাংলার বিভিন্ন শুটিং উপযুক্ত জায়গার খতিয়ান তুলে ধরে দেশ–বিদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এতে সিনেমার শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে। তবে আগামী বছর আরো বড় চমক আসতে চলেছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন সকলেই অপেক্ষায় আসছে বছরের জন্য।

শুধুই আড্ডা নয়

চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় সিনে আড্ডায় মাতিয়ে তোলে গানের মাধ্যমে অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু। এদিনের বিষয় ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিদেশি গানের ব্যবহার। বিভিন্ন বিদেশী গানের সুর বাংলা থেকে হিন্দি চলচ্চিত্রে ব্যবহার হয়েছে এবং সেই গানগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি অমর সৃষ্টি। বিদেশী গানগুলি শোনানোর পর সেই গানগুলির

ভারতীয় রূপগুলি গেয়ে শোনান বিশ্বনাথ বসু, মিস জোজো, অঙ্গনকুমার শী, ঐতিহ্য রায় এবং গার্গী ঘোষ। জিমি জিমি জিমি, সিং নেই তবু নাম তার সিংহ সহ আরো বিভিন্ন জনপ্রিয় গানগুলির মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের নাচিয়ে তোলে শিল্পীরা। জোজো শ্রোতাদের মধ্যে মিশে গিয়ে রক স্টাইলের জিমি উপস্থাপনা এদিনের সন্ধ্যা তথা ৩১ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ রজনী আরো সংগীতময় করে তোলে। চলচ্চিত্র প্রেমীরা উৎসবের আমেজ নিয়ে বাড়ি ফেরে। বিশ্বনাথ বসুর কৌতুকময় সঞ্চালনায় সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।

প্রত্যেকদিনের সিনে আড্ডা জমে উঠেছিল বিভিন্ন শিল্পীদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন কবীর সুমন, নচিকেতা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেন, অম্বরিশ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য খ্যাতনামা শিল্পীরা। চলচ্চিত্রর এই আড্ডা শুধু গান আর গল্প নয় তুলে ধরেছে এক ঝাঁক তথ্য।

সিনেমা জগতে এআই কি বড়াই করতে পারবে?

এমনই এক বিষয় নিয়ে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পঞ্চমীতে শিশির মঞ্চে আলোচনায় বসেছিলেন পরিচালক তথা বৈজ্ঞানিক দেবব্রত পাইন, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন, রবি রঞ্জন মৈত্র ও সানি জোসেফ। সঞ্চালনায় ছিলেন বিক্রমজিৎ রায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর ভর করে সিনেমা কতটা তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারবে তা নিয়ে সন্ধিহান সকলেই। আলোচনার নির্যাসে বোঝা গেল এই বুদ্ধিমত্তায় মোটেই সিনেমার জন্য সুখকর নয়। অভিনেতার মনের ভাব প্রকাশ বা পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি কোনটাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার

দ্বারা এগোতে পারবে না এমনটাই তুলে ধরলেন অভিনেতা পরমব্রত। তিনি বললেন, অনেকেই আছে যারা এআইয়ের মাধ্যমে সংলাপ লিখে মনে করেন বিশাল কিছু করে ফেললেন কিন্তু মোটেই তা সম্ভব নয়। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন মাধ্যমে যদি কেউ মনে করেন সেখান থেকেই দেখে নিয়ে কোন ছবি পরিচালন করবেন তাহলেও তা হাস্যকর। কারণ সবকিছুর পিছনেই প্রয়োজন জ্ঞান এবং অভ্যাস। দেবব্রত পাইন এক উদাহরণ দিয়ে বললেন, একটি সিনেমায় হিন্দিতে ডাবিং করবার জন্য তিনি এআইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন কিন্তু তা আসি শতাংশ সক্ষম হয়েছে আর ২০% জন্য মানুষের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল এ একটা দৃশ্য কিন্তু এআই কম সময়ে টেক্সচার আলো বাস্তবতার দিক থেকে প্রায় শতভাগ নির্মূল দৃশ্য অনেক কম সময়ে অনেক কম লোকবলে তৈরি করে ফেলছে। বিশেষ করে যুদ্ধ বিগ্রহের মত ভিড়ের দৃশ্য পর্দায় অভিনেতার বয়স কমানো লাইভ অ্যাকশনের সঙ্গে গ্রাফিক্সের মিশ্রণের কাজ এখন অনেক ভালো মতোই এআই এর ব্যবহার শুরু হয়েছে তাই আন্তর্জাতিক মানের সিনেমা ও তৈরি হচ্ছে। প্রথমদিকে দ্রুত অ্যালকোহিমনির্ভর কমেন্ট হাতে পেয়ে এআইয়ের প্রতি প্রযোজক পরিচালকের ভালোবাসা তৈরি হলেও মেশিনে অংক কষে বানানো কমেন্টে পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না অতিরিক্ত এআই নির্ভরতার ফলে ফর্মুলা গল্পের বার বারন্ত হতে পারে বা এমন কাহিনী তৈরি হতে পারে যেখানে মানবিক অনুভূতি অভিজ্ঞতার স্পর্শ অনুপস্থিত। তবে আবার এআই পারে একটি কাহিনীকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে।

সম্প্রতিকালে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভার্চুয়াল ইন্টেলিজেন্স অফ কমেন্টটি'র মতো নতুন প্রযুক্তির স্রোতেও সিনেমা বানানো বা গল্প বলার চিরাচরিত পদ্ধতি বদলে যাবে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছে। কারণ অনেকেই উদ্বেগে আছে একজন চিত্র পরিচালকের মৌলিক তথ্য বা সৃষ্টিশীলতার খুব দ্রুত ভাগ বসাতে চলেছে। শুধু তাই নয় চিত্রনাট্যকার গ্রাফিক আর্টিস্টদের কর্মহীন করে দিতে পারে বলেও হচ্ছে আশঙ্কার মেঘ কারণ ফর্মুলা প্যাটার্ন, অ্যালরিদিম ইত্যাদি অংকের উপর ভরসা করে এআই নিমেষে প্রচুর পরিমাণ কন্টেন্ট তৈরি করে ফেলতে পারছে। এই গতির সঙ্গে একজন সৃষ্টিশীল মানুষের পাল্লা দেওয়া খুব কঠিন এরকম হতেই পারে। গতিশীল এআই ও সফটওয়্যার–এর দক্ষতায় মুগ্ধ কোন প্রযোজক হয়তো মানুষের চেয়ে সস্তার এআই দিয়ে কাজ সেরে ফেললেন এমন হতে থাকলে ইন্ডাস্ট্রির মানব সম্পদের কি হবে? সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই সকলকে ভাবিয়ে তুলছে। অতনু ঘোষের কথায় ইতিহাস বলছে শিল্পীরা সবসময় নতুন প্রযুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করেননি, অস্বস্তি বোধ করেছেন, সন্দেহ করেছেন, ভয় পেয়েছেন বা এড়িয়ে গিয়েছেন সেটা শিল্পী সত্তার সঙ্গে প্রযুক্তির সংঘাত ও হতে পারে আবার নতুন প্রযুক্তি তাদের কর্মহীন করে দেবে এমন আশঙ্কা থেকেও হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে এআই ঘসে মেজে নিজেকে চলচ্চিত্র জগতের জন্য আরও তৈরি করতে পারে কিনা তা এখন ভবিষ্যৎ বলবে।

বৈজ্ঞানিক পরিচালকের কৃষি নিয়ে তথ্যচিত্র

নাসার বিজ্ঞানী হয়েও সফল পরিচালক দেবব্রত পাইন। এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবে তার এক তথ্য চিত্র আলোড়ন ছড়িয়েছে। তথ্য চিত্রটা বানানো হয়েছে আমেরিকার কৃষকদের ওপর। তাদের লড়াই এবং দুর্নীতির

বিরুদ্ধে সরব হওয়া এবং তাদের জীবিকাকে ভালোবেসে এগিয়ে চলা। তথ্যচিত্রটির নাম 'দেজা ভূ'। কৃষি জমির উপর অসাধুদের হাত পড়তেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে জমিগুলি ব্যাহত হচ্ছে চাষ এমনই প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন তিনি যা ভারতেও একই ছবি চোখে পড়ছে অনবরত। এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে যদি কৃষি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই ভাবনাতেই তৈরি করেছেন পরিচালক এমনটাই জানালেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। ছবিটির প্রযোজকদের মধ্যে রয়েছেন পরিচালক নিজেই এছাড়াও রয়েছেন রেসুল পোকুট্টি, সৃষ্টি আগারওয়াল, রাজসিক তরফদার। সম্পাদনায় দেবকান্ত চক্রবর্তী সহ পরিচালক দেবব্রত সংগীতে জনি উইলসন।

ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল চলচ্চিত্র উৎসব প্রাঙ্গনে ১১ নভেম্বর শিশির মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, তথ্যচিত্র নির্মাতা সুপ্রিয় সেন, অধ্যাপক অমরেশ চক্রবর্তী এবং সঞ্চালনা করেন শেখর দাস। ঋত্বিত ঘটক শতবর্ষে পৌঁছনোর পরেও তিনি হলেন চলচ্চিত্র জগতের বটবৃক্ষ। যেমন ছায়া দেয় তেমন ঝুঁড়ি বেয়ে নতুন প্রজন্মকেও সহায়তা করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন, তাঁর মতে ঋত্বিক নিজের মতো করে ন্যারেটিভ তৈরি করেছেন। ভারতীয় ছবিতে এক নতুন ভাষ্য নির্মানের জনক। আলোচনার নির্জাস বলছে, ঋত্বিক এক বহমান নদী, যা ভবিষ্যতের পরিচালকদেরও বয়ে নিয়ে চলেছে।

হঠাৎই উৎসব চলাকালীন নন্দনে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিনেমার আঙিনায় সললের সাথে করলেন আনন্দ।

নন্দন চত্বরে বসুমতির স্টলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা শঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্যরা। সেখানেই জমে উঠেছিল সিনে আড্ডা।

রাসলীলা উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ৫ নভেম্বর ২৫ সন্ধ্যায় মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত তিন শত বছরের জাগ্রত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ মন্দির' প্রাঙ্গনে ভগবান 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মহোৎসব' 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ভক্তি মাতা ছবি গোস্বামীর সুষ্ঠু পরিচালনায় (২৮ বছর) মহা–সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। শুভ উৎসবে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিশুশিল্পী বিবেকা চ্যাটার্জী, দেবারতি সেন, সুমা দাস, কৃষ্ণা সাঁতরা, মালা নান, অরবিন্দ ব্যানার্জী প্রমুখ। সাথে তবলা ও পার্কাসন বাজিয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত করেন প্রতিভাবান শিল্পী অনিন্দ্য মুখার্জী ও গোবিন্দ দাস। 'রাস–লীলার' মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন ভাস্কর রায়চৌধুরী। মন্দিরের রাধাকৃষ্ণ ঠাকুরের মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জা ও শান্ত পরিবেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন হাইকোর্টের প্রয়াত বিচারপতির ভাগ্নি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সোমা মৈত্র, জামাতা অরুণ মৈত্র, বাপ্পা চ্যাটার্জী, দেবিকা চ্যাটার্জী। ধন্যবাদ দেন শম্পা মুখার্জী। সঞ্চালক ছিলেন ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামী। অসংখ্য ভক্তদেরকে জলযোগে আপ্যায়ন করেন অভিক মুখার্জী, শৌভিক মুখার্জী, শিখা মুখার্জী, সীমা মুখার্জী। বিশেষ অতিথি ছিলেন অরূপ বৈদ্য, অরবিন্দ সেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অগণিত দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

অনুকূলচন্দ্রের জন্মদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুগপুরুষোত্তম পরমপ্রেম শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের ১৩৮ তম জন্ম মহোৎসব সৎসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি সুভাষগ্রাম আঞ্চলিক সৎসঙ্গীবৃন্দ উদ্যোগে সাউথ গরিয়া সুশীলকর কলেজ মাঠে উৎসাহ, ভক্তি ও মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বারুইপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজার হাজার ভক্ত এবং অনুসারীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে। ভোর ঊষা কীর্তন, বিনতি প্রার্থনা এবং শুভ

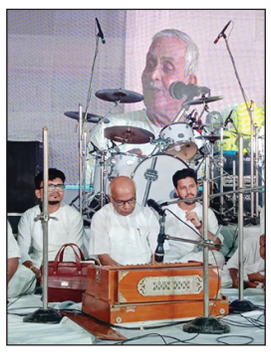

মঙ্গলাচারণের মাধ্যমের দিনের সূচনা হয়। এরপর প্রভাতী শোভাযাত্রা বের করা হয়। যেখানে ভক্তরা ঠাকুরের প্রতিকৃতি এবং বাণী সম্বলিত ব্যানার নিয়ে জয়গুরু ধ্বনি সহকারে সাউথ গড়িয়া, চম্পাহাটি সহ একাধিক অঞ্চলে প্রদক্ষিণ করে। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় শ্রীঠাকুরের জীবনদর্শন ও মানবতাবাদী আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একাধারে একজন ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন যিনি সৎসঙ্গ নামক একটি মানব কল্যাণকামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভক্তিগীতি, ধর্মসভা, ঋত্বিক সম্মেলন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ, জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এই মহোৎসব অংশগ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের আদর্শ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

অঙ্কন প্রতিযোগীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও অঙ্কন প্রতিযোগীতার উদ্যোগ নেয় গৌড়দহ আর্ট মঞ্জুরী স্কুল। বিগত দিনে এই অঙ্কন স্কুল থেকে একাধিক ছাত্রছাত্রী সুনাম অর্জন করেছে। ৩০০ জন প্রতিযোগীর উপস্থিতিতে অঙ্কন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হল। প্রদীপ প্রজ্জোলনের মধ্যদিয়ে ৩ নভেম্বর প্রতিযোগীতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অঙ্কন মঞ্জুরী আর্ট স্কুলের শিক্ষক কানাইলাল ঘোষ, ঘুঁটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারীক সুকুমার রুইদাস, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সজল বিশ্বাস, শিক্ষক সমীর মণ্ডল, শিক্ষক বুদ্ধদেব মণ্ডল, সমাজসেবী রাজু ডাক্তার, অলিরুল পিয়াদা, রাহুল ঘোষ, আজগার সরদার সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই প্রতিযোগীতার ফলাফল ঘোষিত হবে আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ১০ জন প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করা হবে। উদ্যোক্তা স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের আশা 'এই প্রতিযোগীতার মধ্যদিয়ে আগামী দিনে আরো বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাজ্য তথা দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।'

আতশ কাচে

সৌরভের সওয়াল

মহম্মদ সামিকে ভারতীয় দলে না রাখা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। এই পরিস্থিতিতে সামির পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন, উপেক্ষিত পেসার মহম্মদ সামি কেন ভারতীয় দলে সুযোগ পাবেন না, তার কোনও কারণ তিনি দেখতে পারছেন না। সৌরভ বলেন, 'সামি সম্পূর্ণ ফিট এবং অসাধারণ বোলিং করছে। আমরা দেখেছি ৩ টি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে, যেখানে ও একাই বাংলা দলকে জয় এনে দিয়েছে।'

শহরে সাইক্লোথন

কলকাতায় আয়োজিত হল প্রথম সাইক্লোথন। কোল ইন্ডিয়া, স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, লোহা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এই সাইক্লোথন। ৫ টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে ১০, ২৫, ৫০ ও ৭০ কিলোমিটার ছিল সাইকেল চালানো এবং ৫ কিলোমিটার ছিল দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা ১৬ বছর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৪ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দায়িত্বে লিয়েন্ডার

র‍্যাকেট তুলে রেখেছিলেন আগেই। তবে টেনিস থেকে দূরে থাকছেন না লিয়েন্ডার পেজ। বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব নিলেন এই টেনিস কিংবদন্তি। সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই বিদায়ী সভাপতি হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব তুলে দেন লিয়েন্ডারের হাতে। সংস্থার নতুন সচিব হয়েছেন কেতন শেঠ। এর আগে তিনি সংস্থার কোষাধক্ষ্য পদে ছিলেন।

বিদেশে আইপিএল!

ভারতে নয়, এবারও আইপিএলের নিলামপর্ব অনুষ্ঠিত হতে পারে বিদেশের মাটিতে। গত দুই সংস্করণের নিলাম হয়েছে যথাক্রমে দুবাই এবং জেদ্দায়। এবারও মধ্য প্রাচ্যের তিন দেশ ছিল দৌড়ে। যেখানে একঝাঁক ভারতীয় ও বিদেশি ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়ার কথা। সেই তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এগিয়ে আছে বলেই খবর।

উষ্ণ অভ্যর্থনা

শহরে ফিরল সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলার খুদে ফুটবলাররা। হাওড়া স্টেশনে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় রাজ্য ফুটবল সংস্থা আইএফএর তরফে। ঢাকের বোলে মুখরিত হয় সমস্ত স্টেশন চত্বর। কোচ গৌতম ঘোষ সহ বাংলা দলের বাকি সদস্যদের ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেন আইএফএর সহ সভাপতি দিলীপ নারায়ণ সাহা ও আইএফএর বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা।

সম্রাটের ইতিহাস

ভারতীয় শুটিংয়ের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখলেন সম্রাট রানা। কায়রোয় আয়োজিত আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতে দেশের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। এই জয়ে ব্যক্তিগত সোনার পাশাপাশি দলগত ইভেন্টেও সোনা জেতে ভারত।

জুনিয়র বিশ্বকাপ

জুনিয়র মহিলা হকি বিশ্বকাপের জন্য ২০ সদস্যের দল ঘোষণা করল হকি ইন্ডিয়া। ১৮ জন মূল স্কোয়াডে ও ২ জনকে রাখা হয়েছে রিজার্ভ হিসেবে। চিলির সেন্টিয়াগোতে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এই বিশ্বকাপের আসর। চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে সি গ্রুপে রয়েছে জুনিয়র ভারতীয় মহিলা হকি দল। এই গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে জার্মানি, আয়ারল্যান্ড ও নামিবিয়া।

অন্ধকার সুড়ঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে আইএসএল

নীরবতা ভেঙে এবার একযোগে আর্জি সুনীলদের

সুমনা মণ্ডল: কবে হবে আইএসএল? কারা নেবে দায়িত্ব? ক্রমশ যেন অন্ধকারে ডুবছে ভারতীয় ক্লাব ফুটবল। কী হবে ফুটবলারদের ভবিষ্যৎ? কী খেলবেন তাহলে তাঁরা? কবেই বা খেলবেন? প্রশাসনিক জটিলতা, টেন্ডার বিভ্রাট, স্পনসরদের অনীহা সব নিয়ে জেরবার। যেখানে মাঠের লড়াই নয়, অস্বিত্বরক্ষার লড়াইটাই যেন প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে স্বপ্ন দেখা ভারতীয় পেশাদার ফুটবলারদের, এমনকি ভারতে খেলতে আসা বিদেশি ফুটবলারদেরও।

অনেকদিন নিশ্চুপ থেকে সময় নষ্ট করার পর একসঙ্গে একযোগে আওয়াজ তুললেন ফুটবলাররা। 'এখনই আইএসএল চাই'। এই বার্তা দিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা। ১১ নভেম্বর ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী এই আবেদনই করেছেন। যে সুরে সুর মিলিয়ে শুভাশিস বোস, সন্দেশ ঝিঙ্ঘন, আনোয়ার আলি, প্রীতম কোটাল,

নিখিল প্রভু, আকাশ মিশ্রদের মতো একাধিক ফুটবলারের সমাজ মাধ্যমে দেখা যায় এক দীর্ঘ বিবৃতি। যে বিবৃতিতে একটাই সারবত্তা, 'আমরা পেশাদার ফুটবলাররা যারা আইএসএল খেলেছে, তারা ঐক্যবদ্ধ। খুব সহজভাবে বলছি, আমরা এখনই খেলতে চাই।'

ভারতের শীর্ষ লিগ আইএসএল সাধারণত সেপ্টেম্বরেই শুরু হয়। কিন্তু নভেম্বরের মাঝামাঝি এসে এখনও খেলার কোনও সম্ভাবনাই তৈরি হয়নি। আগামী মাসে এফএসডিএল–এর সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। নতুন চুক্তি হয়নি। বাকি কোনও সংস্থা আগ্রহও দেখায়নি। যে কারণে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্লাব দল তৈরিই করেনি। ডুরান্ড, সুপার কাপ শেষে বাকি দলের বিদেশিরাও বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। মোহনবাগান, চেন্নাইয়িন এফসি, ওড়িশা এফসি–র পথে হেঁটে এবার অনুশীলন–সহ ফ্র্যাঞ্চাইজির যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছে এবার কেরালা ব্লাস্টার্সও। ফুটবলারদের বাড়ি চলে যেতে বলেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। ফলে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। সুনীলরা আরও লিখেছেন, 'আমাদের রাগ, হতাশা এখন বদলে গিয়েছে মরিয়া প্রচেষ্টায়। যে খেলাকে আমরা এত ভালবাসি তা খেলতে আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমাদের দর্শক, পরিবার, সমর্থকরাই সব। যাঁরা আমাদের দেশের ফুটবল চালান এই আর্জি তাঁদের উদ্দেশে। যে ভাবেই হোক আবার আইএসএল শুরু করুন। ভারতে আবার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল হোক।' অনিশ্চয়তাকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে ফুটবলাররা বিবৃতিতে লিখেছেন, 'যত দিন আমরা পেশাদার থাকব, আমাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখাব, তত দিন আমরা এগিয়ে যাব। দেশের ফুটবল যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরাও সৎ প্রচেষ্টা দেখাক। দীর্ঘ দিন ধরে আমরা একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। আশা করছি এ বার আলো দেখতে পাব।'

সত্যিই আলো দেখবে তো? ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন যেন এটাই।

বিশ্বরেকর্ড সায়নীর!

সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে জিব্রাল্টার জয় বাংলার কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলকে নিজের সঙ্গী করে ফের এক নজির গড়লেন কালনার কন্যা সায়নী দাস। চলতি বছর বিশ্ব সাঁতারের মঞ্চে নতুন ইতিহাস লিখলেন তিনি। মাত্র

২৬ বছর বয়সে 'দ্য স্ট্রেইট অফ জিব্রাল্টার' জয় করে বিশ্বে সর্বকনিষ্ঠ ও দ্রুততম মহিলা সাঁতারু হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন বাংলার এই রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু।

এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা হিসাবে ২০২৫ সালে স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী পার করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থা প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, ৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে ১৫.২ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে 'উইদআউট ওয়েটস্যুট' বিভাগে সায়নী সেরা হয়েছেন। এই বিভাগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬ জন মহিলা অংশ নিলেও সময়ের নিরিখে সবার ওপরে উঠে আসেন বাংলার এই তরুণী।

এই জয় কেবল ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সংযোজনও বটে। বাংলার ছোট শহর কালনা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করেছেন সায়নী। জিব্রাল্টারের ভয়ঙ্কর স্রোতের মধ্যে দিয়ে যে শীতল ও প্রতিকূল পরিবেশে এই সাঁতার সম্পন্ন হয়, সেখানে এমন সাফল্য অর্জন এক অসামান্য কীর্তি।

ক্রীড়া মহল বলছে, সায়নীর এই জয় প্রমাণ করে ইচ্ছাশক্তি আর প্রস্তুতি থাকলে কোনও বাধাই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। ভারতের জলক্রীড়ার ইতিহাসে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে নতুন প্রেরণা জোগাবে আগামী প্রজন্মের সাঁতারুদের। বাংলার ক্রীড়ামঞ্চে এবার তাই একটাই সুর–জলের রাণী সায়নী দাসের জয়জয়কার।

অ্যাওয়ে ম্যাচে শাহবাজের রাজ, রঞ্জিতে রেলকে বেলাইন করে ৭ পয়েন্ট বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাচ জয়ই শুধু নয়, একেবারে ৭ পয়েন্ট ঘরে তুলল বাংলা। রঞ্জিতে রেলওয়ের বিরুদ্ধে এক ইনিংস এবং ১২০ রানের বড় জয়ে গ্রুপ শীর্ষেও পৌঁছল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট পেয়ে রঞ্জি নকআউটে ওঠার দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন সুদীপ ঘরামিরা। গোটা ম্যাচে একাই ৮ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলার এই জয়কে স্মরণীয় করে তুললেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। ১২ নভেম্বর মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলা দলের।

রেলওয়ের হাতে ছিল মাত্র ৫ টি উইকেট। ৫ উইকেটে ৯০ রানে তারা খেলতে নামে। মঙ্গলবার শাহবাজ আহমেদের বোলিং ঘূর্ণিতে

ধ্বংস হয়ে যায় রেলের ব্যাটিং বিভাগ। একে একে পড়ল উইকেট তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ে। শাহবাজ দ্বিতীয় ইনিংসে ২২.৫ ওভার বল করে ৫৬ রান দিয়ে তুলে নেন ৭ উইকেট। প্রথম ইনিংসে তিনি নিয়েছিলেন ১ উইকেট। রেলওয়েজের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১৩২ রানে। বাংলা প্রথমে ব্যাট করে অনুষ্টুপ মজুমদার (১৩৬) ও সুমন্ত গুপ্ত (১২০)–র দুর্দান্ত ইনিংসে তুলেছিল ৪৭৪ রান। রেলের পক্ষে প্রথম ইনিংসে মেরাই ৯১ ও উপেন্দ্র ৭০ রানে লড়াই দিলেও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের ৪ উইকেটেই ফলো অনে পড়তে হয় তাদের। ২২২ রানে গুটিয়ে যায় রেল। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হন অনুষ্টুপ মজুমদার।

চলতি রঞ্জি ট্রফি এলিট গ্রুপ সি–তে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আপাতত বাংলা। ৪ ম্যাচ খেলে বাংলার পয়েন্ট ২০। ৩ ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা হরিয়ানা ৩ ম্যাচে জয় পেলেও, ১ ম্যাচে হেরে গিয়েছে। তার ফলে হরিয়ানার পয়েন্ট ১৮। ৩ নম্বরে রয়েছে উত্তরাখণ্ড(১৬)। ৪ নম্বরে সার্ভিসেস। তারা ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে।

রিচার নামে স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম বাঙালি বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষকে অনন্য সম্মান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেই সিএবির সংবর্ধনায় রিচা ঘোষের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তুলে দিয়েছিলেন বঙ্গভূষণ। ডিএসপি পদে সম্মান জানিয়ে চাকরির নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সোনার চেইন উপহার দেয় বিশ্বজয়ী তারকাকে। এবার শিলিগুড়িতে প্রথম বাঙালি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষের নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম করা হবে, এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁদমনিতে ২৭ একর জমিতে এই

স্টেডিয়াম হবে বলে ১০ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে এসে উত্তরকন্যা থেকে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বকাপ জয়ের পর রিচা ঘোষ শিলিগুড়িতে ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়িতে একটা স্টেডিয়াম দরকার। শুধু ক্রিকেট নয়, যে কোনও খেলার জন্যেই স্টেডিয়াম জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ওর উদ্দেশ্যে আমরা এখানে একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করতে চাই। এখানে চাঁদমারি বাগানে প্রায় ২৭ একর জমি আছে। আমি মেয়রকে বলব, ওটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার জন্য। এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামটা রিচা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করে দেওয়া হোক। এতে মানুষ ওর পারফরম্যান্সটা মনে রাখবে এবং অনেককে ভবিষ্যতে অনুপ্রাণিত হবে। এই ঘোষণার পরই আবেগে ভেসে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন রিচার বাবা। বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় তারকার বাবা জানিয়েছেন, অনেকদিন ধরে যে স্বপ্ন দেখছিলেন, সেটা অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। আর সেই ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ফলে নয়া প্রজন্মের রিচারাও লাভবান হবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত বাম আমলে শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে খেলাধুলার প্রসারের জন্য। যদিও এই স্টেডিয়ামে প্রায় সব ধরনের খেলাধুলাই হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ক্রিকেটের জন্য আলাদা কোনও স্টেডিয়াম উত্তরবঙ্গে ছিল না। এবার রিচার সৌজন্যে নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম পেতে চলেছে শিলিগুড়ি।

ক্যারাটেতে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্ট ইন্ডিয়া ক্যারাটে সিলেকশন, ওয়েট ক্যাটাগরি মাইনাস ৬৫, অনূর্ধ্ব ১৩ বিভাগে রুপোর পদক জিতল বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে। ভারতবর্ষের পূর্বের ৪ রাজ্য নিয়ে হয় এই প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় ছাতনা চন্ডীদাস বিদ্যাপীঠের ছাত্র ঋদ্ধিমান চ্যাটার্জী। এবার দিল্লি যাচ্ছে জাতীয় স্তরে মাঠ কাঁপাতে। এই মাঠ কাঁপানোর গল্প শুরু হয়েছিল ছাতনাতেই একটি ক্যারাটে একাডেমির হাত ধরে।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে উৎকল ক্যারাটে বিদ্যালয়ে, ৪টি রাজ্যের মধ্যে চলে ইস্ট জোনাল সিলেকশন। রাজ্যস্তরে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে জোনাল সিলেকশনের জন্য প্রতিযোগিতায় নামে বাঁকুড়ার ঋদ্ধিমান। ৬ বছর আগে ক্যারাটের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা যেন পরিপূর্ণতা পেল রজক পদক পেয়ে। এই পদকটিই এখন জাতীয় স্তরে লড়াই করার একমাত্র টোকেন। ঋদ্ধিমানের প্রশিক্ষক সেনসেই আর্যস্মান সরকার

বলেন, আগামী ডিসেম্বরে, দিল্লী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জাতীয় প্রতিযোগিতা।

ঋদ্ধিমানের বাবা অনিমেষ চ্যাটার্জী বলেন, ছেলেকে ৬ বছর আগে ক্যারাটেতে ভর্তি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা এবং শরীরচর্চা। তবে ধীরে ধীরে আর্য স্যারের হাত ধরে ঋদ্ধিমান এগিয়ে চলে ক্যারাটে নিয়ে। ছোটখাটো সাফল্যের পাশাপাশি এই সাফল্য যেন তাকে দিশা দেখাচ্ছে ভবিষ্যতের। ঋদ্ধিমানের বাবা মা চাইছেন যাতে জাতীয় প্রতিযোগিতায় নিজের সেরাটা দিয়ে পারফর্ম করতে পারে সে।

শীতের আমেজে ইডেন মেতে উঠল ক্রিকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ ৬ বছর পর মেতে উঠল ক্রিকেটের নন্দনকানন। শীতের রোদ মেখে ভরা গ্যালারিতে উন্মাদনা ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ঘিরে। কিছুদিন আগেই দিল্লির লালকেল্লা এলাকায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছে। শহর কলকাতার নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটসাঁট করা হয়েছে। ইডেনের খেলা জুড়েও ছিল চোখে পড়ার মতো নিরাপত্তা।

এই ম্যাচের জন্যই তো দীর্ঘ ৬ বছর অপেক্ষা করে ছিল ক্রিকেটপ্রেমীরা। এর আগে শেষ টেস্ট খেলা হয়েছিল যখন, মাঠে নেমেছিলেন বিরাট। ছুঁয়েছিলেন মাইলস্টোন। বল হাতে ঘূর্ণি দেখাতে মুখিয়ে ছিলেন অশ্বিন। গত ৬ বছরে বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। সেই দলের ১০ জন এখন আর নেই–কেউ অবসর নিয়েছেন, কেউ বাদ পড়েছেন, কেউ চোটে বা ফর্মের জেরে দলের বাইরে। বিরাট? টেস্ট ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছেন। রোহিত? একইভাবে লাল বলের ক্রিকেটকে অলবিদা জানিয়েছেন। পূজারা, রাহানে, ইশান্ত–সবাই অতীত। শামি সাইডলাইনে। অশ্বিনও নিয়েছেন অবসর। শুধু একজন মানুষ রয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্র

জাদেজা। তিনি এই ম্যাচেও খেলছেন। এখন নেতা শুভমন। দলের অধিকাংশই আগে কখনো ইডেনে টেস্ট খেলেনি। শুভমনও স্কোয়াডে থাকলেও এই প্রথমবার ইডেনে টেস্ট খেলতে নামলেন।

আসলে ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট মানেই অন্যরকম এক আবহ। ১৯৪৮ সালের পর এত লম্বা ব্যবধানে টেস্ট ফেরেনি কলকাতার ময়দানে–এই তথ্যই বুঝিয়ে দেয়, ৬ বছরের বিরতি কতটা ব্যতিক্রমী।

এই ম্যাচে টিকিট কেনার জন্য মহমেডান গেটের বাইরে যেমন লাইন দেখা যায় তেমনই টিকিট না পেয়ে সিএবি গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন লাইফ মেম্বাররা। ইতিমধ্যে প্রথম তিন দিনের টিকিট হাউসফুল হয়ে গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ৫ দিন ইডেন গার্ডেন্স এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে যাবতীয় পণ্যবাহী গাড়ি। যদিও পোস্ট অফিস মার্কেট থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড, অন্যদিকে স্ট্র্যান্ড রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে হাওড়া যাওয়ার জন্য রাস্তা খোলা থাকবে। এই রাস্তা ধরে পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে পারে।

ইডেনে টস ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি শুভমন গিলের। যার ফলে প্রোটিয়া ক্যাপ্টেন তেম্বা বাভুমা টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ৪ স্পিনারে খেলছে ভারত। ৪ মাস পর টেস্ট দলে ফিরলেন ঋষভ পন্থ। রয়েছেন ধ্রুব জুরেলও। তবে প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি বাংলার আকাশ দীপের।

চলচ্চিত্রে মহিলা ক্রীড়াবিদদের কুর্নিশ

রাতুল দত্ত : দর্শকের সংখ্যা ক্ষীণ। একটু সম্ভাবনা দেখলেই উদ্যোক্তারা হয়ত জিরিয়ে নেন। কিন্তু সে হাঁটছে। গাল দিয়ে ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে চিবুকে চোখ দুটি এক্কেবারে রসে বসে গিয়েছে। গালের উঁচু হাড় দুটো আরও আরও উঁচু, ঠোঁটের চামড়া যেন একেবারেই শুকনো। কিন্তু মাথাটা তুলে পাতলা দেহটাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে আগুন ঝরলেও এ চলা থামবেনা।ত্ কী দেখছেন ক্ষিতীশ দা! বাঙালির ক্রীড়াচর্চা! হ্যাঁ। ১৯৮৬ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সরোজ দে যেভাবে কোনি ছবি তৈরি করে জাতীয় পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছিলেন সেদিনই, সম্ভবত বোঝা গিয়েছিল ক্রীড়া নিয়ে আমাদের অনুভূতি অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে চলেছে। প্রায় ৪০ বছর আগেই যদি খেলাধূলা নিয়ে সিনেমা প্রতিদিন টইটম্বুর প্রেক্ষাগৃহ উপহার দিতে পারে; ২০২৫–এর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ক্রীড়া চলচ্চিত্র হিসেবে অন্যতম আকর্ষণ। থাকবেই–সে আর আশ্চর্য কী! অ্যাগন থেকে ক্রিষ্টি বা পিঙ্ক পাওয়ার। সবকটিই মহিলা ক্রীড়াবিদদের কুর্নিশ জানানো সেই নির্ভেজাল নিষ্পাপ ক্রীড়া চলচ্চিত্রের মডেল ছবি হতেই পারে। উত্তর জার্মানীর ২৩ জন বয়স্ক মহিলা ক্রীড়াবিদদের সুস্থ হয়ে নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতায় ফিরে আসার লড়াই নিয়ে ছবি 'পিঙ্ক পাওয়ার' ইতিমধ্যেই রাধা স্টুডিওতে ছবিটি প্রদর্শিত। একজন জুডো খেলোয়াড়। বাকি দুজনের এক রাইফেল শুটার এবং আপরজন তলোয়ার খেলোয়াড়। তিনজন মহিলাই তৈরি হচ্ছেন ২০২৪ অলিম্পিকের জন্য সেখানেই পরিচয় হল তাদের। ছবিতে ফুটে উঠেছে পুরুষ নির্বাচকদের হয়রানি থেকে স্পনসরশিপ না পাওয়া, বিজ্ঞাপনের নানা বাধ্যবাধকতা থেকে রাতে অভ্যাসের সময় বের করার বেড়ি–ইত্যাদি নানা কিছু। ইতালির লেখক, চিত্রপরিচালক গোলিও কার্তেলির অ্যাগন যেন প্রতি দেশের প্রত্যেক মহিলা ক্রীড়াবিদের লড়াইয়ের গল্প। অস্ট্রেলিয়ার চিত্র পরিচালক ডেভিড মিকডের ক্রিষ্টি দেখতে দেখতে আপনার মনে হবেই, যেন আমাদের গর্ব মেরি কমের জীবনযুদ্ধ নিয়েই চলচ্চিত্র। ১৯৯০ সালের বিশিষ্ট মহিলা বক্সার ক্রিস্টি মার্টিন কীভাবে একটি ছোট্ট শহরের অন্ধকার এঁদো গলি থেকে বক্সিং–এর রিং–এ ফিরে এসেছেন, এ ছবি তারই আলেখ্য।

সৌজন্যে : কিফের ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

স্বামী প্রণবানন্দ যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর গোড়খাড়া বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের মাঠে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ও শারীরিক দক্ষতার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। মন্মথপুর প্রণব মন্দির পরিকল্পিত স্বামী প্রণবানন্দ আর্ট আকাডেমি–র উদ্যোগে আয়োজিত হল স্বামী

প্রণবানন্দ যোগাসন প্রতিযোগিতা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এই ধরনের বৃহৎ যোগাসন প্রতিযোগিতা এবারই প্রথম, যেখানে ৮০০–এরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ খুড়িগাছি শাখার স্বামী চন্দনানন্দজী মহারাজ, কার্যকরী সভাপতি জেলা হিন্দু মিলন মন্দিরের বাসুদেব হালদার, প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট অ্যান্ড যোগা অ্যাসোসিয়েশনের বিধান মণ্ডল এবং মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের সুশান্ত মাইতি এবং ডাঃ এম পি সিং। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই মহতি প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি যোগশিল্পীকে তাদের মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী ট্রফি ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈকত মণ্ডল, দাও যোগ সেন্টারের গোপাল দাও এবং মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সত্যরঞ্জন মহাপাত্র। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন শিউলি মহান্তি, সাহেব মহাপাত্র ও মিন্টু বেজ। আয়োজক মহলের মতে, এই প্রতিযোগিতা শুধু যোগব্যায়াম প্রচারেই নয়, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com